NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

হিংসা-হুমকি বরদাস্ত নয়, রাজ্যে শান্তির ভোটের আশ্বাস জ্ঞানেশের

পৃঃ ৩

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

কলকাতা ১১ মার্চ ২০২৬ ২৬ ফাল্গুন ১৪৩২ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ২৬৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 11.03.2026, Vol.19, Issue No. 268, 8 Pages, Price 3.00

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ৩০/০১/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৩৩০৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Md Ismail (old name) S/o. Late Abdur Rouf, R/o. Dabra, Pandua, Hooghly-712152 W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Md Ismail নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Mohammad Ismail (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Mohammad Ismail & Md Ismail S/o. Late Abdur Rouf, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০৩/২০২৬, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ৩৫৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Krishna Halder D/o. Swapan Halder (old name) W/o. Gour Chandra Gorait, R/o. Krishnapur Bazar, 2 No. Krishnapur, Rabindranagar, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Krishna Halder D/o. Swapan Halder নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Krishna Haldar D/o. Swapan Haldar (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Krishna Haldar D/o. Swapan Haldar & Krishna Halder D/o. Swapan Halder & W/o. Gour Chandra Gorait সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০২/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৫১৯৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Mirza Erfan Ali ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Mirza Mohsin Ali ও Mirza Mahsi Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৬/০২/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৫৫৮১ নং এফিডেভিট বলে আমি Arup Kumar Devnath S/o. Swapan Kumar Devnath ও Arup Debnath S/o. S. K. Debnath সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি, Mangala Soren D/o. Shyamcharan Soren গত ইংরাজীর ২৫/০২/২০২৬ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া ও নাম পরিবর্তন করিয়া Mangala Soren হইতে Mangala Bibi নামে পরিচিত হইয়াছি। গত ইংরাজীর ০৯/০৩/২০২৬ তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর হুগলী কোর্টে ১০৬০ নং এফিডেভিট বলে Mangala Bibi ও Mangala Soren R/o. Kalapukur, Madpur, Tarakeswar, Hooghly-712410, W.B. এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Ahammad Mondal, পিতা- Abdus Sattar Mondal, গত 10/03/2026 বহরমপুর নোটারী পাবলিক এফিডেভিট বলে আমার পিতা Abdus Sattar Mondal এবং Sattar Mondal এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল।

নাম-পদবী

LICI পলিসি নং 424862272 এতে আমার নাম Md. Hasibul Hoque, পিতা-Md. Karim Box Sk (Prop) আছে। গত 10/10/2026 ডোমকল SDEM কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Babu Sk এবং Md. Hasibul Hoque এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম।

নাম-পদবী

গত ১০/০৩/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৭৪৬১ নং এফিডেভিট বলে আমি Champa Chakrabortty W/o. Amit Chakrabortty & D/o. Shambhu Chakraborty সাং শ্রীপুর, নন্দনপুর, খানাকুল, হুগলী-৭১২৪১৭, ঘোষণা করিয়াছি যে, ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে (১৯৪ আরামবাগ বিধানসভা, অংশ নাম্বার ২৪০, ক্রমিক নাম্বার ১৮৮, হুগলী) আমার পিতার সঠিক নাম Shambhu Chakraborty S/o. Aniruddha Chakraborty-এর পরিবর্তে Sudarshan Chakraborty S/o. Aniruddha Chakraborty এবং আমার প্যান কার্ড ও মাধ্যমিক (WBBSE) ডকুমেন্টে আমার পিতার নাম Sambhunath Chakrabortty লিপিবদ্ধ আছে। আমার পিতা Shambhu Chakraborty, Sambhunath Chakrabortty ও Sudarshan Chakraborty S/o. Aniruddha Chakraborty একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১০/০৩/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৭৪৩৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Shambhu Chakraborty S/o. Late Aniruddha Chakraborty সাং খান্তারা, রাজহাটী বন্দর, খানাকুল, হুগলী-৭১২৪১৭, ঘোষণা করিয়াছি যে, ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে (১৯৪ আরামবাগ বিধানসভা, অংশ নাম্বার ২৪০, ক্রমিক নাম্বার ১৮৮, হুগলী) আমার সঠিক নাম Shambhu Chakraborty S/o. Aniruddha Chakraborty-এর পরিবর্তে Sudarshan Chakraborty S/o. Aniruddha Chakraborty এবং আমার রেশন কার্ডে আমার পিতার নাম Anirudha Chakraborty লিপিবদ্ধ আছে। আমি Shambhu Chakraborty S/o. Aniruddha Chakraborty, Shambhu Chakraborty S/o. Anirudha Chakraborty ও Sudarshan Chakraborty S/o. Aniruddha Chakraborty একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে **১)শ্রী প্রবীর দাস, ২)শ্রী টোটন দাস**, উভয়ের পিতা শ্রী দীনবন্ধু দাস, উভয়ের সাকিম মধুসূদনপুর, নয়াসরাই, মগরা, হুগলী-৭১২৫১৩, **৩)শ্রী শ্যামল দাস**, পিতা শ্রী দীনবন্ধু দাস, সাকিম বি/২ আম্মা কলোনী, বিধাননগর, এ.বি.এস. দুর্গাপুর নিউ টাউন শিপ, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান-৭১৩২০৬, মহাশয়গণ বিগত ইং ১৯/০৭/২০২২ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-08894/2022 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী দিলীপ সাঁতরা**, পিতা ৺কালিপদ সাঁতরা, সাকিম নেতাজী সুভাষ কলোনী, নয়াসরাই, মগরা, হুগলী-৭১২৫১৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বলে আমার মক্কেল **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা রঘুনাথপুর, জে.এল. নং ২৬, হাল এল.আর. ৩৪৯৩, ৩৪৯৪ ও ৩৪৯৫ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. ৬২৬/১৪০৫ তথা হাল এল.আর. ৮৮৩ দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ২২ শতক মধ্যে ১২.১০ শতক তন্মধ্যে - বিগত ইং ০৪/১০/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিস হইতে রেজিষ্ট্রীকৃত ১)I-09267/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে **শ্রীমতী অনিমা পোড়েল** স্বামী শ্রী প্রসেঞ্জিত পোড়েল, সাকিম ১৫৯, ২নং বাছাড়পাড়া রোড, সবুজ পার্ক, পশ্চিম বরিশা, ঠাকুরপুকুর, দক্ষিণ ২৪পরগণা-৭০০০৬৩, মহাশয়াকে ০৩.৩০ শতক বা ০২ কাঠা সম্পত্তি এবং ২)I-09268/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে **শ্রীমতী অর্চনা সাঁতরা** স্বামী শ্রী দিলীপ সাঁতরা, সাকিম নেতাজী সুভাষ কলোনী, নয়াসরাই, মগরা, হুগলী-৭১২৫১৩, মহাশয়াকে কমবেশী ০৬ শতক বা ০৩ কাঠা ১০ ছটাক ২০ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১)শ্রীমতী অনিমা পোড়েল** স্বামী শ্রী প্রসেঞ্জিত পোড়েল, **২)শ্রীমতী অর্চনা সাঁতরা** স্বামী শ্রী দিলীপ সাঁতরা, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, শ্রীমতী শোভা রানী ভট্টাচার্য, স্বামী- হিমাংশু শংকর ভট্টাচার্য, কর্তৃক সম্পাদিত ও নিবন্ধিত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দলিল নং IV-11/2010, তারিখ ০৯/১১/২০১০ খ্রিঃ, অফিস- অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার, বোলপুর, জেলা-বীরভূম অনুযায়ী তাহার পুত্র শ্রী চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে বৈধ ও আইনানুগ ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

উক্ত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির প্রদত্ত ক্ষমতাবলে শ্রী চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত সম্পত্তি যথাযথভাবে বিক্রয় ও রেজিস্ট্রি সম্পন্ন করিয়াছেন, যা বিক্রয় দলিল নং ১৫৬৭/২০২৬, তারিখ ২০/০২/২০২৬ খ্রিঃ, অফিস- অতিরিক্ত জেলা- সাব-রেজিস্ট্রার, সিউড়ি, জেলা- বীরভূম-এ যথাবিধি নিবন্ধিত হইয়াছে।

বিক্রিত সম্পত্তির তফসিল

সমস্ত সেই জমি ও সম্পত্তি অবস্থিত- জেলা-বীরভূম, থানা-মহম্মদবাজার, মৌজা- সাহারাকুড়ি, জে.এল. নং- ১১১। ১) দাগ নং-৪৩৭, বিক্রিত পরিমাণ- ১৫ (পনের) ডেসিমেল, ২) দাগ নং- ৪৩৮, বিক্রিত পরিমাণ- ১৫ (পনের) ডেসিমেল উপর্যুক্ত দুই দাগে মোট বিক্রিত পরিমাণ- ৩০ (ত্রিশ) ডেসিমেল।

অতএব, উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে যদি কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা পক্ষের কোন দাবি, আপত্তি, স্বত্ব বা স্বার্থ থাকিয়া থাকে, তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে যথাযথ প্রামাণ্য দলিলাদিসহ লিখিতভাবে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট অথবা মহম্মদবাজার বি.এল.এন্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল। অন্যথায় উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইলে পরবর্তীকালে কোন দাবি বা আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

বিশ্বজিৎ মিশ্র
অ্যাডভোকেট
সিউড়ি বার অ্যাসোসিয়েশন,
সিউড়ি, বীরভূম

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী সুপ্রিয়া মিশ্র** স্বামী শ্রী বাবলু মিশ্র, সাকিম ৯/১, জি.টি. রোড, তেঁতুলতলা, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪, **২)শ্রীমতী সোমা পাত্র** স্বামী শ্রী অর্জুন পাত্র, সাকিম ডঃ সি.সি.সি. রোড, কৃষ্ণপট্টী, তেলিনীপাড়া, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২৫, মহাশয়াদ্বয় বিগত ইং ১৩/০৫/২০২২ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-06568/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী পার্থ অশ্বিনী দাস** পিতা ৺ অশ্বিনী দাস, সাকিম ১২ এইচ ৭০৫ সংঘর্ষ নগর, চাঁন্দিভেলি, ফার্ম রোড, সাকিনাকা, আন্ধেরী, মুম্বাই-৪০০০৭২, মহারাষ্ট্র,) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমি নিম্ন তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিতেছি। **তপশীল**– জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা ভুষনারা, ৯৪ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৩৬২ নং খতিয়ান হইতে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৬৮০ নং দাগে বাগান জমি ষোল আনায় ৫৯ শতকের মধ্যে ১/৭ অংশে ৮.৪২৮৫৭ শতকের মধ্যে ০৩ শতক সম্পত্তি উক্ত দলিলে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমি উক্ত আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার পর বর্তমান ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিতে পারিবেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-শ্রী পার্থ অশ্বিনী দাস (আমমোক্তার)

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১১ই মার্চ। ২৬শে ফাল্গুন। বুধ বার। অষ্টমী তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টত্তরী শনির ও বিংশোত্তোরী বুধের র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ দান বিতরণ করলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইনিজনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : আজ খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

(আজ শ্রী শীতলা অষ্টমী। জৈন ধর্মের বর্ষীতপারম্ভ।
শ্রী দ্বীজেন্দ্র নাথ ঠাকুরের শুভ ভুমিষ্ঠ তিথি।)

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

পঃ বঃ সরকারের ভূমি দপ্তরের মেমো নং -১০০০-১৫/২২/২০২৪ -এর গত ইং- ২৭.০২.২০২৪ তারিখের আদেশ মূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি হইতেছে যে, শ্রীমতি অর্চনা বসু, স্বামী- শ্রী সুভাষ চন্দ্র বসু, জেলা- নদীয়া, থানা- কোতয়ালীর অধীন ৯২নং কৃষ্ণনগর মৌজার সাবেক ১১৫৭ নং এল.আর. ২৭৩৪ নং খতিয়ানভুক্ত আর.এস. ২৬০ নং এল.আর. ৩১২ নং দাগে ০.০৮ একর সম্পত্তি (যাহা সম্পত্তি কৃষ্ণনগর পৌরসভার ২১ নং ওয়ার্ডের ছুতোরপাড়া লেনস্থিত ০৫ নং হোল্ডিংভুক্ত সম্পত্তি হইতেছে) গত ইংরাজী-১৫.০৬.২০২২ তারিখে A.R.A-III, কোলকাতা অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৬৫০৩/২০২২ নং রেজিস্ট্রিকৃত একখানি আমমোক্তারনামা দলিল বলে মূল মালিক শ্রী সুভাষ চন্দ্র বসু, পিতা- মৃত হরিমোহন বসু, সাং- ৫, ছুতোরপাড়া লেন, কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন নং- ৭৪১১০১, হাল সাং- শুভদীপ এ্যাপার্টমেন্ট, সেকেন্ড ফ্লোর, ২১ নিউ বিক্রমগড়, থানা- যাদবপুর, কোলকাতা- ৭০০০৩২-এর দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়া আমি অর্চনা বসু গত ইং- ১৩.০৯.২০২৪ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-৯৪০৩/২৪ নং একখানি বিক্রয় কোবালা দলিল বলে ১) তন্ময় কুমার সাহা, পিতা - মৃত সুনীল কুমার সাহা, সাং - ১১, আর.এন. ঠাকুর রোড, কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন নং- ৭৪১১০১, ২) মানসী ব্রহ্ম, স্বামী- শ্রী বীরেশ্বর ব্রহ্ম, সাং- কাঠুরিয়াপাড়া, শরৎ সান্যাল লেন, কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন নং- ৭৪১১০১, ৩) দেবপ্রিয় মাইতি, পিতা - মৃত দেবীপ্রসাদ মাইতি, সাং - ৩৪, অনাথেশ্বর রোড, কৃষ্ণনগর, থানা - কোতয়ালী, জেলা - নদীয়া, পিন নং- ৭৪১১০১-কে জেলা- নদীয়া, থানা- কোতয়ালীর অধীন ৯২নং কৃষ্ণনগর মৌজার সাবেক ১১৫৭ নং এল.আর. ২৭৩৪ নং খতিয়ানভুক্ত আর.এস. ২৬০ নং এল.আর. ৩১২ নং দাগে ০.০৮ একর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দখল প্রদান করি। তৎপর তন্ময় কুমার সাহা, মানসী ব্রহ্ম, দেবপ্রিয় মাইতি গত ইং- ০৫.০২.২০২৬ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-৯৮০/২৬ নং একখানি বিক্রয় কোবালা দলিল বলে ৯২নং কৃষ্ণনগর মৌজার সাবেক ১১৫৭ নং এল.আর. ২৭৩৪ নং খতিয়ানভুক্ত আর.এস. ২৬০ নং এল.আর. ৩১২ নং দাগে ০.০৪ একর বা ০৪ শতক সম্পত্তি ১) শ্রী বিমান সরকার, পিতা - মৃত সুনীল সরকার, ২) শ্রীমতি অপর্ণা সরকার, স্বামী - শ্রী বিমান সরকার, উভয়ের সাং - জাভা, পোঃ - মহৎপুর, থানা - কোতয়ালী-কে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দখল প্রদান করেন। এক্ষণে বিমান সরকার ও অপর্ণা সরকার, স্থানীয় কৃষ্ণনগর-১ বি.এল.এন্ড এল.আর.ও অফিসে নামপত্তন করিবে। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ হইতে ০৭ দিনের মধ্যে স্থানীয় বি.এল.এন্ড এল.আর.ও অফিসে আপত্তি জানাইবেন অথবা আমার বরাবর লিখিত আবেদন করিবেন।

Prasenjit Das, Advocate, Krishnanagar
Judges' Court, Nadia, Enrollment No. WB-2486/1999

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

৮০ হাজারেরও বেশি ভোটকেন্দ্র, ১২০০ জনের বুথ, প্রার্থীর রঙিন ছবি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোট পরিচালনায় একাধিক নতুন ব্যবস্থা ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানান, ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ, সহজ এবং অংশগ্রহণমূলক করতে বিস্তৃত পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, রাজ্যজুড়ে ৮০ হাজারেরও বেশি ভোটকেন্দ্র তৈরি হবে এবং কোনও বুথে ১২০০ জনের বেশি ভোটার রাখা হবে না। প্রতিটি কেন্দ্রে ভোটার সহায়তা ডেস্ক থাকবে এবং শতভাগ ওয়েবকাস্টিংয়ের মাধ্যমে ভোটগ্রহণের নজরদারি করা হবে। ইভিএম ব্যবস্থাতেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে। জ্ঞানেশ কুমার বলেন, 'এবার ভোটযন্ত্রে প্রতিটি প্রার্থীর রঙিন ছবি থাকবে। প্রয়োজনে নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর সাত দিনের মধ্যে ইভিএম পরীক্ষা করার সুযোগও থাকবে।'

তরুণ ভোটারদের অংশগ্রহণ বাড়াতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার কথাও জানান তিনি। কমিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী কলেজে কলেজে সচেতনতা প্রচার চালানো হবে। পাশাপাশি প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় বিশেষ আধিকারিক নিয়োগ করে যুব সম্প্রদায়কে ভোটদানে উৎসাহিত করা হবে। বয়স্ক নাগরিকদের সুবিধার কথাও মাথায় রাখা হয়েছে। সব ভোটকেন্দ্র একতলায় রাখার পাশাপাশি হুইলচেয়ার ও র‍্যাম্পের ব্যবস্থা থাকবে। ৮৫ বছরের বেশি বয়সী ভোটার চাইলে বাড়িতে বসেই ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন।

ভোটদানের সময় মোবাইল ফোন বাইরে রাখার ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়া ইসিআইনেট অ্যাপের মাধ্যমে ভোটকেন্দ্র সংক্রান্ত তথ্য এবং ভোটদানের হার জানা যাবে। স্বচ্ছতার স্বার্থে প্রিসাইডিং অফিসাররা প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর ভোটের শতাংশ প্রকাশ করবেন। এছাড়াও ভোটকেন্দ্রে থাকবে নির্বাচন কমিশনের ভলেন্টিয়ার। সাংবাদিক বৈঠকে আত্মবিশ্বাসী সুরে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বলেন, 'এই নির্বাচনে ভোট হবে অবাধ, শান্তিপূর্ণ এবং স্বচ্ছ।' যদিও প্রায় ৬০ লক্ষ নাম এখনও যাচাইয়ের পর্যায়ে রয়েছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশ এই প্রক্রিয়ার সময়সীমা নিয়ে প্রশ্ন তুললেও কমিশনের দাবি, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই তা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে।

আইনের চোখে পলাতক অভিযুক্ত এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জগদ্দল বিধানসভার অন্তর্গত ভাটপাড়া পুরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের বড় শ্রীরামপুরে বিজেপি কর্মী রাজু কুমার সাউ ওরফে মনুর বাড়িতে সোমবার দুপুরে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, রবিবার দলের পরিবর্তন যাত্রায় যোগ দেওয়ার আক্রোশেই রাজুর বাড়িতে এই হামলা। ঘটনার দিনই ভাটপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই বিজেপি কর্মী। থানায় অভিযোগ জানানোয় ক্ষোভে মঙ্গলবার সকালে রাজুর বাড়িতে ফের হামলা চালায় এলাকার ত্রাস সুজিত চৌধুরী ওরফে কালুয়া। এমনকী বিজেপি কর্মী ও তাঁর দাদাকে কালুয়া প্রাণনাশের হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। যদিও এই ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং।

মঙ্গলবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে টুইটে তিনি লেখেন, সোমবারই ভাটপাড়া থানায় অভিযোগ জমা পড়েছে। অথচ পুলিশ মূল অভিযুক্ত সুজিত চৌধুরী ওরফে কালুয়াকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। মঙ্গলবার সকালে ফের দলীয় কর্মী রাজু কুমার সাউয়ের বাড়িতে এসে হুমকি দিয়েছে কালুয়া। টুইটে তাঁর সংযোজন, বিএনএসের ১১১ ধারায়

একজন পলাতক অভিযুক্ত। অথচ কালুয়া এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার দাবি জানিয়ে তিনি নির্বাচন কমিশন ও ব্যারাকপুর সিটি পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

এদিকে এদিন জগদ্দলের মজদুর ভবনে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের ১১১ ধারায় কালুয়ার নামে ওয়ারেন্ট বেরিয়েছিল। কিন্তু খাতায় কলমে একজন পলাতক আসামী বহাল তবিয়তে এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। তিনি জানান, ভাটপাড়

NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ ‘মোদীর একটা ফোনেই থেমে যেতে পারে যুদ্ধ’

টানা রক্তক্ষরণের পর কিছুটা উত্থান সেনসেক্সের ৭

কলকাতা ১১ মার্চ ২০২৬ ২৬ ফাল্গুন ১৪৩২ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ২৬৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 11.03.2026, Vol.19, Issue No. 268, 8 Pages, Price 3.00

হিংসা-হুমকি বরদাস্ত নয়, রাজ্যে শান্তির ভোটের আশ্বাস জ্ঞানেশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানালেন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। মঙ্গলবার কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে তিনি স্পষ্ট করে বলেন, ভোটে কোনও ধরনের হিংসা বরদাস্ত করা হবে না এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের ভয় দেখানো বা হুমকি দেওয়া হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, বৈধ কারও নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবে না।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জানান, এ বার রাজ্যে ৮০ হাজারেরও বেশি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র বা বুথ থাকবে। কোনও বুথে ১২০০-র বেশি ভোটার রাখা হবে না। স্বচ্ছতা বজায় রাখতে প্রতিটি বুথে ওয়েবকাস্টিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে। পাশাপাশি প্রতিটি বুথে ভোটার সহায়তা কেন্দ্র, পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং বুথের বাইরে মোবাইল ফোন রাখার আলাদা জায়গা থাকবে বলেও তিনি জানান।

ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী বা এসআইআর প্রসঙ্গে জ্ঞানেশ কুমার বলেন, স্বচ্ছ ভোটার তালিকা তৈরির লক্ষ্যেই এই প্রক্রিয়া চালানো হয়েছে। তাঁর কথায়, বৈধ ভোটারদের নাম তালিকায় রেখে অবৈধ নাম বাদ দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। তিনি জানান, যেসব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই প্রক্রিয়া হয়েছে, সেখানে কিছু তথ্যগত অসঙ্গতি ধরা পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, প্রায় ৪ থেকে ৫ শতাংশ ভোটার নিজেদের নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখাতে পারেননি। আবার প্রায় ৭ থেকে ৮ শতাংশ ভোটার নাম মিলিয়ে দেখালেও কিছু ত্রুটি রয়ে গিয়েছে। এই ধরনের তথ্যগত অসঙ্গতির কারণে তাঁদের শুনানির জন্য ডাকা হয়েছে।

বর্তমানে প্রায় ৬০ লক্ষ ভোটারের নাম বিচারাধীন রয়েছে। এই ভোটাররা ভোট দিতে পারবেন কি না, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। তিনি জানান, আদালত নিযুক্ত বিচারক ও বিচারবিভাগীয় আধিকারিকেরা সংশ্লিষ্ট নথি যাচাই করছেন। ইতিমধ্যেই প্রায় ১০ লক্ষেরও বেশি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে বলে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছেন। বাকি মামলাগুলির নিষ্পত্তি দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য কমিশন অতিরিক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পক্ষেই মত দিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে কত দফায় ভোট হবে, সে বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। জ্ঞানেশ কুমার জানান, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের মতামত জানিয়েছে। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে দিল্লি ফিরে কমিশন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

আগামিকাল শপথ নতুন রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১২ মার্চ রাজভবনে শপথ নেবেন পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্যপাল আরএন রবি। আজ কলকাতায় পা রাখবেন তিনি। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তাঁকে রাজ্যপালের পদে শপথবাক্য পাঠ করাবেন বলে সূত্রের খবর। গত বৃহস্পতিবার ও রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস হঠাৎ পদত্যাগ করার পরই তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্বে থাকা আরএন রবিকে পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্যপাল হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

এদিকে, অতীতের বিরোধ ভুলে প্রাক্তন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের পাশে দাঁড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন ধর্মতলায় ধরনা কর্মসূচি প্রত্যাহারের পরই তিনি আলিপুরের সরকারি অতিথি ভবনে গিয়ে বোসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। বর্তমানে

সেখানেই অবস্থান করছেন প্রাক্তন রাজ্যপাল। সাক্ষাৎ শেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভোটের আগে বোসের সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘‘আমাদের গভর্নর অনেক দিন এখানে ছিলেন। উনি ‘সৌজন্য’-তে আছেন। কাল চলে যাবেন। প্রাক্তন রাজ্যপাল, যাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, অবিচার হয়েছে।’’

এর আগে সমাজমাধ্যমেও এই প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের আকস্মিক পদত্যাগের খবরে তিনি বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন। একই সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে যদি কোনও রাজনৈতিক স্বার্থে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের চাপের মুখে পড়ে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়ে থাকে, তবে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

মঞ্চ নিয়ে জটিলতা

■ জেলায় জেলায় মঙ্গলবারই শেষ হয়েছে বিজেপির ‘পরিবর্তন যাত্রা’। কলকাতায় চলছে সে ‘যাত্রা’র পরিসমাপ্তি পর্ব, অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ব্রিগেড সমাবেশের প্রস্তুতি। কিন্তু সেই প্রস্তুতি কিছুটা থমকে গেল এসপিজির হস্তক্ষেপে। জনসভার মঞ্চ খুলে ফেলতে বলল প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বাহিনী। মাটির তলা পরীক্ষা করে দেখে তবেই মঞ্চ বাঁধা যাবে, তার আগে নয়। এসপিজির তরফ থেকে জানানো হয়েছে প্রস্তুতির দায়িত্বে থাকা বিজেপি নেতাদের।

সময়ে মিটবে এসআইআর?

ট্রাইব্যুনাল গড়ার সুপ্রিম নির্দেশিকা

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ: এসআইআর-এর প্রক্রিয়া সময়মতো সম্পন্ন হবে কি না এই আশঙ্কা প্রকাশ করে ট্রাইবুনাল গঠন করার নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালতের। এরপরই এসআইআর-র চূড়ান্ত তালিকায় ৬০ লক্ষ অমীমাংসিতের নথি খতিয়ে দেখতে জুডিশিয়াল অফিসার নিয়োগ করার পর এবার ট্রাইবুনাল গঠনের নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালত। বিচারাধীন ভোটারদের সমস্যা মেটাতেই এই ট্রাইবুনাল তৈরির নির্দেশ। এরপরই প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত জানান, সেই ট্রাইবুনালে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এবং হাইকোর্টের দু’-তিন জন বিচারপতি থাকবেন। তাঁর এও নির্দেশ, ভোটার তালিকা সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেবেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল। পাশাপাশি মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত স্পষ্ট করে জানান, রাজ্যে ভোট সামনে থাকায় যতজন বিচারপতির প্রয়োজন, ততজনকেই নিয়োগ করতে হবে। কারণ স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশন প্রক্রিয়া সময়মতো শেষ না হওয়ার কলকাতা হাইকোর্টের উপরও চাপ বাড়ছে।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি আর. মাহাদেবের বেঞ্চ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ একাধিক আবেদন নিয়ে শুনানি করছিল। এই আবেদনে নির্বাচন কমিশনের তৈরি করা ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যান্সি’ তালিকায় ভোটারদের শ্রেণিবিন্যাস নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও, এসআইআর প্রক্রিয়ার পরে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার অভিযোগে রাজ্যের কিছু ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টে নতুন দুটি আবেদনও দায়ের করেন। এরপরই প্রধান বিচারপতি নির্দেশ দেন, এই কাজে নিযুক্ত আধিকারিকদের সমস্ত প্রয়োজনীয় সুবিধা দিতে হবে। একই সঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে অনুরোধ করা হয়েছে, যেসব প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি বা বিচারপতি এই দায়িত্ব নিতে সম্মত হবেন তাঁদের নিতে হবে। সেই পুরো খরচ বহন করবে নির্বাচন কমিশন। আদালত জানিয়েছে, এই বিষয়ে প্রধান বিচারপতির সুপারিশই চূড়ান্ত হবে এবং তা বিলম্ব না করে কার্যকর করতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট আরও নির্দেশ দিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় আপডেটেড ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে হবে।

এছাড়াও, ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য ব্যবহৃত পোর্টালে যে প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে বিঘ্ন ঘটছে, তা দ্রুত সমাধান করার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত, যাতে ভবিষ্যতে আর কোনো বাধা না আসে। প্রয়োজন অনুযায়ী বিচারিক আধিকারিকদের জন্য নতুন লগইন আইডিও দ্রুত তৈরি করতে হবে। শুনানির সময় প্রবীণ আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী, তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ ও আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রবীণ আইনজীবী গোপাল শঙ্করণারায়ণ দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আদালতের নজরে আনেন।

‘বিচারের পথ খুলেছে’, ধরনা প্রত্যাহার মমতার

মুখ্যমন্ত্রীর তুলিতে ক্যানভাসে ‘ভ্যানিশ’

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাঁচ দিন পর নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ধর্মতলার ধরনা কর্মসূচি প্রত্যাহার করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনও দিনভর ধরনা দেওয়ার পর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তিনি জানান, এসআইআর মামলায় সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক পদক্ষেপে রাজ্যের দাবির অনেকটাই স্বীকৃতি মিলেছে এবং বিচার পাওয়ার পথ অনেকটাই খুলেছে বলেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেই ধরনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আদালতের দেখানো পথে মানুষ তাঁদের অধিকার ফিরে পাবেন বলেও তিনি আশাবাদ প্রকাশ করেন। তাঁর কথায়, ‘যে দরজাটা একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সেই দরজাটা এখন অনেকটাই খোলা হয়েছে। সেটির সদ্ব্যবহার করতে হবে।’

উল্লেখ্য, এসআইআর প্রক্রিয়ায় বহু বৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়ার অভিযোগ তুলে গত কয়েক দিন ধরে কলকাতার ধর্মতলায় অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণ মানুষ উপস্থিত হয়ে সমর্থন জানান। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ফলে এখন বৈধ ভোটারদের অধিকার রক্ষার সুযোগ তৈরি

হয়েছে। সেই কারণেই আপাতত ধরনা কর্মসূচি প্রত্যাহার করা হয়েছে।

এদিন রাজনৈতিক প্রতিবাদের মঞ্চে এদিন এক অভিনব দৃশ্যের সাক্ষী থাকল ধর্মতলা। এসআইআর ইস্যুতে চলা অবস্থান কর্মসূচির মাঝেই হঠাৎ তুলি তুলে নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাষণ, স্লোগান আর রাজনৈতিক উত্তেজনার আবহে ক্যানভাসে রঙের টানে ফুটিয়ে তুললেন প্রতিবাদের বার্তা। ছবির মাঝখানে বড় করে লেখা দুটি শব্দ, ‘এসআইআর’ এবং ‘ভ্যানিশ’।

মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করেন, এটি নিছক শিল্পচর্চা নয়, বরং রাজনৈতিক বার্তা বহনকারী একটি প্রতীকী প্রতিবাদ। তাঁর বক্তব্য, ‘এই পেন্টিংটি এসআইআর-এর বিরুদ্ধে একটি প্রতীকী প্রতিবাদ।’ তিনি আরও বলেন, ‘এটি কেবল প্রতিবাদ জানানোর একটি উপায় মাত্র, এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।’ ক্যানভাসে আঁকা ছবির পাশে রাখা ছিল দুটি মালা। সেই প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের শিল্পীরা আঁকছেন। এসআইআরে যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, সেই সমস্ত ডেডবডি ভ্যানিশ করে দিয়েছে, সেই জন্য পাশে দুটো মালা রাখা আছে, যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁদের উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়ে মালাগুলি রাখা। এটা প্রতীকী।’

ধরনা মঞ্চ থেকেই কেন্দ্রের নীতিরও সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রের ঋণের বোঝা ক্রমশ বাড়ছে এবং ভবিষ্যতে এর প্রভাব দেশকে ভোগ করতে হতে পারে। পাশাপাশি গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি নিয়েও কেন্দ্রকে তীব্র কটাক্ষ করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, প্রচারে বিপুল অর্থ ব্যয় না করে সেই অর্থ গ্যাসের ভর্তুকি বাড়াতে ব্যবহার করা যেত।

গ্যাসে সংকটে বৈঠক মোদীর

পরিস্থিতি মোকাবিলায় এসমা জারি

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ: আমেরিকা এবং ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ইরান হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেওয়ার কারণে ভারতে রান্নার গ্যাসের (এলপিজি) দাম বেড়েছে। সেই সঙ্গে টান পড়েছে জোগানেও। এই পরিস্থিতিতে দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী মুম্বইয়ের ২০ শতাংশ হোটেল এবং রেস্তরাঁ বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মালিক-সংগঠন ‘আহার’। দেশের আরও কয়েকটি শহরেও এমনটা ঘটতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে ইতিমধ্যেই। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী এবং বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠকে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছেন।

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের জেরে ভয়াবহ জ্বালানি সংকটের মুখে দেশ। তেল সরবরাহ নিয়ে এখনও সমস্যা না হলেও দেশজুড়ে রান্নার গ্যাস সরবরাহে ইতিমধ্যেই ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। আগামী দিনে সংকট আরও গুরুতর হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য জ্বালানি সংকটের আশঙ্কায় অতি প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ আইন অর্থাৎ এসমা জারি করল কেন্দ্র। এর ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সরকার। বিজ্ঞপ্তি জারি করে সাফ বলে দেওয়া হয়েছে, এবার থেকে গ্যাসের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এই সংকটের পরিস্থিতিতে কোন কোন ক্ষেত্রে কী পরিমাণ গ্যাস সরবরাহ করা হবে, কোন কোন ক্ষেত্রকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে, বিজ্ঞপ্তি জারি করে সেটাও জানিয়ে দিয়েছে মোদী সরকার।

এলপিজি সঙ্কটের মোকাবিলায় কেন্দ্র শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত এলএনজি (তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস)-র ঘরোয়া ব্যবহারে ছাড়পত্র দিতে পারে বলে সোমবার সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছিল। জানানো হয়েছিল বুকিং নিয়ম বদলের কথাও। পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের প্রভাব থেকে গৃহস্থালি ক্ষেত্রের গ্রাহকদের রক্ষা করতে মোদী সরকার যে কৌশলগত পরিকল্পনা রূপায়ণে সক্রিয় হয়েছে, তার অঙ্গ হিসাবেই এই পদক্ষেপ। রাষ্ট্রায়ত্ত তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস সংস্থা ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন (আইওসি) মঙ্গলবার জানিয়েছে, এলপিজির ঘরোয়া (গৃহস্থালি ক্ষেত্র) ব্যবহারকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। অগ্রাধিকার পাবে হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো সংস্থাগুলিও।

এ ছাড়া কোন কোন প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রকে এলপিজি সরবরাহে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, তা পর্যালোচনার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলির একটি কমিটি গড়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন আইওসি কর্তৃপক্ষ। তেল বিপণন সংস্থাগুলির (ওএমসি) তিন জন এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর (ইডি) নিয়ে ওই কমিটি গঠন করা হয়েছে। ওই কমিটি হোটেল, রেস্তরাঁ এবং অন্যান্য শিল্পের আবেদন পর্যালোচনা করবে এবং যোগ্যতা, প্রয়োজনীয়তা এবং পণ্যের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে গ্যাস বিতরণ করবে। তেল এবং গ্যাস বিকল্প পথে আমদানির দিকে নজর দিচ্ছে দেশীয় সংস্থাগুলি। বাড়ানো হচ্ছে উৎপাদনও।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে

- সিএনজি পরিষেবা বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে ১০০ শতাংশ বজায় রাখা হবে। যানবাহন, অটো এবং গণপরিবহনে গ্যাস সরবরাহ চলবে।
- গৃহস্থালির গ্যাস সরবরাহে কোনও সমস্যা হবে না। রান্নার গ্যাসে কোনও কাটছাঁট করা হবে না।
- শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহৃত গ্যাসের বরাদ্দ কমানো হতে পারে। চা শিল্প ও উৎপাদন ক্ষেত্রে গত ৬ মাসে যে হারে গ্যাস ব্যবহৃত হয়েছে সেটার ৮০ শতাংশ সরবরাহ করা হবে।
- সার উৎপাদন সংস্থার ক্ষেত্রে বরাদ্দ করা হবে গত ছ’মাসের ৭০ শতাংশ গ্যাস।
- তেল শোধনাগার সরবরাহ করা হবে ৬৫ শতাংশ গ্যাস।
- রেস্তরাঁগুলির জন্য বরাদ্দ গ্যাসের সরবরাহ নির্ধারণ করার জন্য পৃথক কমিটি গড়া হচ্ছে।

অধ্যক্ষের অপসারণে বিরোধী প্রস্তাব গৃহীত

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ: লোকসভায় ক্ষমতাসীন দলের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে ওম বিড়লাকে স্পিকারের পদ থেকে অপসারণের দাবিতে বিরোধী প্রস্তাব গৃহীত হল মঙ্গলবার। প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সময় কে সভার সভাপতিত্ব করবেন তা নিয়েও তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি হয়। তার মধ্যেই কংগ্রেস সাংসদ মহম্মদ জাভেদ স্পিকারের পদ থেকে বিড়লাকে অপসারণের প্রস্তাব উত্থাপনের নোটিস পড়ে শোনান। জাভেদ ছাড়াও সাংসদ কে সুরেশ এবং মাল্লু রবিও ওই প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

এদিন কংগ্রেসের তরফে অনাস্থা প্রস্তাবটি পেশ করেন সাংসদ মহম্মদ জাভেদ। তাঁকে সমর্থন করেন ডিকে সুরেশ এবং মল্লু রবি। সেসময় স্পিকারের আসনে ছিলেন বিজেপির বর্ষীয়ান সাংসদ জগদম্বিকা পাল। কিন্তু জাভেদ নোটিস পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন উঠে যায়, এই প্রস্তাব নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা

জগদম্বিকার আছে কিনা? নিয়ম অনুযায়ী, এই প্রস্তাব নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার কেবল স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের থাকে। জগদম্বিকা পাল কোনওটিই নন। যদিও বিজেপির দাবি, জগদম্বিকা লোকসভার সভাপতিত্ব করার যোগ্য।

এরপর জগদম্বিকাই সমস্ত দাবি প্রত্যাখ্যান করে ভোট দেওয়ার নোটিস দেন এবং কমপক্ষে ৫০ জন সংসদ সদস্যকে তার সমর্থনে দাঁড়াতে বলেন।

ইরানে সবচেয়ে বড় হামলা! মার্কিন দাবিতে চাঞ্চল্য

ওয়াশিংটন, ১০ মার্চ: দেখতে দেখতে দশ দিন হয়ে গিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ হামলার। এখনও লড়াই থামার নাম নেই। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার তেহরানকে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ। জানালেন, মঙ্গলবারই ইরানে সবচেয়ে হামলা করতে চলেছে আমেরিকা।

ধুন্ধুমার যুদ্ধে জেরবার মধ্যপ্রাচ্য। প্রাথমিক ভাবে মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মার্কিন ঘাঁটিগুলি লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছিল ইরান। কিন্তু বর্তমানে গোটা মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে বেপরোয়া আক্রমণ শুরু করেছে তেহরান। অন্যদিকে, ইরানে লাগাতার হামলা চালাচ্ছে ইজরায়েল ও আমেরিকাও।

মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিবকে এদিন বলতে শোনা গিয়েছে, ‘আজ, আরও একবার, ইরানের অভ্যন্তরে আমাদের সবচেয়ে বড় হামলা হতে চলেছে। সবচেয়ে বেশি যোদ্ধা, সবচেয়ে বেশি বোমারু, সবচেয়ে বেশি আঘাত। গোয়েন্দা বিভাগ আরও নিখুঁত এবং আগের চেয়েও ভালো।’ তিনি আরও বলেন যে, ইরানকে রুখতে আমেরিকা সফল হয়েছে। কারণ, গত ২৪ ঘণ্টায় ইরান সবচেয়ে কম সংখ্যক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে।

এদিকে সোমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেন, ইরান যুদ্ধ শেষ হয়েছে। জানান, আমেরিকা এবং ইজরায়েলের যৌথ অভিযান সাফল্য পেয়েছে। যুদ্ধের অনেকটাই জিতে ফেলেছে দুই দেশ। কিন্তু এই ঘোষণার ঘণ্টাখানেক পরেই আরেকটি অনুষ্ঠানে গিয়ে ট্রাম্প বলেন, আমেরিকা এখনও যুদ্ধ জেতেনি। মার্কিন প্রেসিডেন্টের ‘দ্বিচারিতা’ নিয়ে চলছে চর্চা। তবে ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া সংঘাত থামার কোনও লক্ষণ এখনও মেলেনি। এর মধ্যেই আরও বড় হামলার হুঁশিয়ারি দিল মার্কিন সেনা।

প্রসঙ্গত, ধুন্ধুমার যুদ্ধে জেরবার মধ্যপ্রাচ্য। প্রাথমিক ভাবে মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মার্কিন ঘাঁটিগুলি লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছিল ইরান। কিন্তু বর্তমানে গোটা মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে বেপরোয়া আক্রমণ শুরু করেছে তেহরান। অন্যদিকে, ইরানে লাগাতার হামলা চালাচ্ছে ইজরায়েল ও আমেরিকাও। দেশটির নিরাপত্তা সংক্রান্ত দপ্তর এবং একটি মিসাইল লঞ্চার গুঁড়িয়ে দিয়েছে ইজরায়েল। যুদ্ধে শুধু ইরানেই এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে এক হাজারের বেশি মানুষের। এর মধ্যেই আমেরিকার হুঁশিয়ারি ঘিরে শুরু হয়েছে জল্পনা। যুদ্ধসংকটের প্রভাব পড়ছে গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে।

সম্পাদকীয়

‘ইমপিচমেন্ট’, নেহাতই গর্জন, বর্ষণের সম্ভাবনা খুবই কম

অনেকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল শব্দটা। ইমপিচমেন্ট। দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে ইমপিচমেন্ট করতে চায় তৃণমূল কংগ্রেস। স্বয়ং দলনেত্রী দিল্লির বুকে সাংবাদিক বৈঠকে এই ঘোষণা করেছিলেন। তারপর অনেক জল বয়ে গিয়েছে। আর কোনও আওয়াজ শোনা যায়নি। কারণ, মুখে ইমপিচমেন্ট বলা আর সেটা কাজে করে দেখানে এক জিনিস নয়। সেটা সবচেয়ে ভালে যিনি জানেন তাঁর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু এরমধ্যে ফের হঠাৎ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে ইমপিচমেন্ট। এই নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে তৃণমূলের অন্দরে। শোনা যাচ্ছে এই সপ্তাহ থেকেই নাকি সাংসদদের সই সংগ্রহ শুরু করছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ঘাসফুল শিবির। তবে বিষয়টা সোজা নয়। ইমপিচমেন্ট করা তো অনেক দূর, সংসদে এই প্রস্তাব আনতে গেলে লোকসভায় অন্তত একশো এবং রাজ্যসভায় অন্তত ৫০ জন সাংসদের প্রস্তাবে সম্মতি লাগে। যা বাস্তবে জোগাড় করা তৃণমূলের কাছে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। আর সেটা বুঝেই রাতারাতি এই নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহে আর রা কাড়েন নি তৃণমূল সুপ্রিমো। কিন্তু এর মধ্যে কখগ্রেস লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার বিরুদ্ধে অনাস্থা আনার উদ্যোগ নিতেই ঝোপ বুঝে কোপ মারতে আসরে নেমে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। কারণ, স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনার মতো সংখ্যা কংগ্রেসের হাতেও নেই। আর হতশ্রী কংগ্রেসের যা দশা তাতে অন্য কোনও দল তাঁদের প্রস্তাব সমর্থনে এগিয়ে আসবে, ভাবা কঠিন। আর এই সুযোগেই কংগ্রেসকে আগ বাড়িয়ে সাহায্যের বার্তা দিয়ে রেখেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আশ্বাস পেয়ে যারপরনাই খুশি কংগ্রেস। অভিষেকের বার্তার জবাবে রাহুল গান্ধিও পালটা সৌজন্য দেখিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন জ্ঞানেশ কুমারকে ইমপিচমেন্ট ইস্যুতে তাঁরা তৃণমূলের পাশে দাঁড়াতে পারে। এরপরই তৃণমূলের ইমপিচমেন্টের পালে হাওয়া লেগেছে। রাহুলের বার্তায় অক্সিজেন পেয়ে তাঁরা ফের তৎপর হয়েছে। কিন্তু এতো গেল প্রথম রাউন্ড। তারপর, সংসদে তো পাশ করাতে হবে সেই প্রস্তাব? তখন কী হবে? পাশ হবে তো? কংগ্রেসকে জুড়েও সংখ্যাটা প্রয়োজনের ধারে কাছেও পৌছাবে না। এটাও জানে তৃণমূল শিবির। কিন্তু সব জেনেও লোক দেখানো এসব নিয়ে বাজার গরম করা হচ্ছে। শুধুমাত্র ভোট বৈতরণী পার হতে। তাই এই ইমপিচমেন্টে যতটা গর্জন আছে, ততটা বর্ষণ হবে না।

শব্দছক ৯৬

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. বেমানান রকম মোটা ৩. সমর্পন করা হয়েছে যা ৫. সাংঘাতিক ৬. মন্দ ৭. রক্তের সমান লাল ৯. নিমিত্ত ১০. যে বিদায় নিয়েছে ১২. যে কথার নড়চড় হচ্ছে না ১৪. শতক ১৫. জিওল মাছের একটি ১৭. ভাবের অন্তিম পরিচয় ১৮. থিতিয়ে যাওয়া

ওপর-নিচ: ১. অভগ্ন সম্পূর্ণ অংশ ২. যে নদ বিদ্যাসাগর সাঁতারে পার হয়েছিলেন ৩. যুদ্ধ ৪. কৃষ্ণবর্ণ গাব জাতীয় বৃক্ষ ৬. ধমক-ধামক ৮. লোভাতুর ১১. দশরথের পুত্র ১২. বিছানো বা পেতে দেওয়ার বস্ত্র ১৩. খাড়া গাঁথনি ১৬. দানব

সমাধান ৯৫ — পাশাপাশি: ১. শর্করা ৩. ডাকাডাকি ৬. খাদক ৭. হার ৮. বাকল ১০. সাবু ১২. নল ১৩. সাইকেল ১৫. মরুতটে ১৭. লাঠি ২০. পিসা ২১. ঘোটক ২২. কাকা ২৪. গম্ভীর ২৫. শনিচর ২৬. নোলক

ওপর-নিচ : ১. শব্দবান ২. রাখাল ৩. ডাকসাইট ৪. ডাহা ৫. কিরম ৯. কলম ১১. বুকে ১৩. সাতসাগর ১৪. ললাট ১৬. রুপি ১৮. ঠিকঠাক ১৯. প্রকাশ ২১. ঘোরানো ২৩. কালি

আজকের দিন

■ ২০০৪ — মাদ্রিদের যাত্রীবাহী ট্রেনে সন্ত্রাসী হামলায় ১৯১ জন নিহত।

■ ২০১১ — জাপানে ৯.০ মাত্রার ভূমিকম্প, যার ফলে বিশাল সুনামি এবং ফুকুশিমা পারমাণবিক বিপর্যয়।

■ ২০২০ — বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) আনুষ্ঠানিকভাবে COVID-19 কে মহামারী ঘোষণা করে।

জন্মদিন

১৮৪০ বিশিষ্ট লেখক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন।

১৯১৫ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় বিজয় হাজারের জন্মদিন।

১৯৪২ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অমরিন্দর সিংয়ের জন্মদিন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তির ঘণ্টা নেড়ে যুদ্ধের সাইরেন বেজেই চলেছে!

স্বপনকুমার মণ্ডল

মধ্যপ্রাচ্যে এ বার পরিকল্পিত যুদ্ধের ভয়ঙ্কর প্রতাপ ক্রমশ ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের দিকে এগিয়ে চলেছে । ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ আক্রমণের প্রস্তুতি কয়েক সপ্তাহ ধরেই চলছিল । ২৮ ফেব্রুয়ারি তারই চূড়ান্ত আঘাত নেমে আসে। দুটি দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে পরমাণু শক্তিধর ইরানকে প্রতিহত করা থেকে সে দেশের ১৯৭৯ থেকে চলে আসা মৌলবাদী শাসক আয়াতোল্লা আলি খোমেইনির ইসলামী শাসনতন্ত্রকে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ধ্বংস করে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার আয়োজনে এই যুদ্ধের মান্যতার অভিমুখ যথার্থ কিনা তার চেয়েও জরুরি যুদ্ধের বিধ্বংসী আক্রমণ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে মোড় নেবে কিনা তা নিয়ে জনমানসে তীব্র আশঙ্কা জেগে উঠেছে । সেক্ষেত্রে ইতিমধ্যে ১ মার্চ আয়াতোল্লা খোমেইনির মৃত্যু ঘটেছে, অথচ ইরানের রণংদেহি মূর্তি অপ্রতিহত গতিতে তীব্রতর হচ্ছে । মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে মার্কিন ঘাঁটিগুলি লক্ষ্য করে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ছুটে আসছে। চারদিকে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ও অসংখ্য প্রাণ ঝরে যাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ছে। এদিকে আফগানিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানের ভয়ঙ্কর লড়াইয়ে বিধ্বস্ত দুই দেশ। অন্যদিকে ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে মানবতাবাদী মানুষের কণ্ঠেই উঠে আসে ‘যুদ্ধ নয়,শান্তি চাই’-এর তীব্র আবেদন । অথচ সাম্রাজ্যবাদীদের মতো সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ কখনওই যুদ্ধ চায় না, বরং সকলেই শান্তি প্রত্যাশা করে। সেখানে কার্যকারণ সম্পর্ক সর্বত্র একরকম হতে পারে না। ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বলে আবার নেভেও। বিগত ২০২৫-এর ১৩ জুন থেকে শুরু হওয়া ইসরাইল বনাম ইরানের যুদ্ধ ক্রমশ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে এগিয়ে চলে । তার মধ্যেই ২১ জুন বিশ্বের পরাক্রমশালী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের উপরে আকস্মিক তড়িঘড়ি আক্রমণ নামিয়ে আনে। ইরানের পারমাণবিক কর্মকাণ্ডকে নিশানা করে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করা হয় । যা ছিল মেঘের আড়ালে, তাই সে বার প্রকাশ্যে চলে আসে। সেক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুখে শান্তির চেতাবনি দিয়ে সর্বনাশের ঘন্টা বাজিয়ে দেয়। সেই যুদ্ধের সাত-আট মাস পরে এ বারও আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখেও যুদ্ধে বিরত হওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে । এতে শুধু তিনটি দেশের ক্ষয়ক্ষতি সীমাবদ্ধ থাকবে না,সারা বিশ্বজুড়ে তার সভ্যতাগ্রাসী ভয়ঙ্কর প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে। শুধু তাই নয়, পারমাণবিক বিস্ফোরণের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না । ইতিমধ্যেই তা নিয়ে ‘যুদ্ধ নয়,শান্তি চাই’র আবেদন বিশ্ববাসীর মনে জেগে উঠছে।

আসলে অস্তিত্ব প্রকাশের আয়োজনেই যুদ্ধের নিবিড় হাতছানি সক্রিয়তা লাভ করে । ক্ষমতা, অধিকার ও কর্তৃত্ব (Power– Authority and Influence)-এর ত্রিবেণী সঙ্গমে বিচ্ছিন্নতাবাদী রণহুঙ্কার স্বাভাবিক মনে হয়। সেটা শুধু বিশ্বযুদ্ধেই নয়,জীবনযুদ্ধেও সমান সক্রিয়। সেক্ষেত্রে যুদ্ধ ও শান্তির সহাবস্থান বিস্ময়কর হলেও সত্য । বিগত ২০২৫-এ তা এ দেশেও দেখা গিয়েছে। সারা দেশজুড়ে বামপন্থীদের যুদ্ধবিরোধী মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ইরান ও ইজরায়েলের যুদ্ধের মাস দুয়েক আগে ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে ২৬ জন নিরীহ মানুষকে অহিন্দু সন্ত্রাসবাদীদের নির্বিচারে হত্যালীলা চালানোর প্রতিবাদ দেশময় সন্ত্রাসমুক্ত করার তীব্র আবেদনে সাড়া দিয়ে ভারতের সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাতের পরিসরে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ লাগার উপক্রমের মধ্যেই সোস্যাল মিডিয়ায় ‘যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই’-এর আবেদন থেকে রাজপথে বামপন্থীদের মিটিং মিছিল যেন সরকারের বিরুদ্ধেই তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল। অথচ তা একেবারেই কাঙ্ক্ষিত নয়, কোনওভাবেই সমর্থনযোগ্য মনে হয় না। দেশবাসীর শান্তির স্বার্থেই ভারতের দেশবিরোধী সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি । অন্যদিকে যে যে-ভাষা বোঝে,তার সঙ্গে সে ভাষাতেই আলাপ-আলোচনা একান্ত কাম্য। সন্ত্রাসীরা যুদ্ধের ভাষাতেই কথা বলে, হিংসার ভাষাই ভাষাই বোঝে,কোনওরকম আলাপ আলোচনার ধার ধারে না। তাছাড়া কাউকে দুর্বল ভেবে আলোচনা ফলপ্রসূ হতে পারে না। সেক্ষেত্রে সন্ত্রাসীরা যুক্তির ভাষা বোঝে না,বুঝতেও চায় না। তারা শক্তির ভাষাতেই রাজত্ব কায়েম করতে চায়। সেখানে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসীদের ভয়ঙ্কর হত্যালীলায় বিপর্যস্ত জনজীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যই ভারতের সন্ত্রাসদমন অনিবার্য হয়ে ওঠে । দেশবাসীর শান্তির জন্যই দেশের যুদ্ধ জরুরি মনে হয় । অথচ তার মধ্যেই ‘যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই’-এর বার্তা দিয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের মহৎ উদ্যোগকেই প্রশ্নের সামনে দাঁড় করানো হীনকৌশল একেবারেই প্রত্যাশিত নয় । এতে দেশের ন্যায় প্রতিষ্ঠার পথকেই কলুষিত করার প্রয়াস বর্তমান । যুদ্ধ শুধু মানুষকে মারে না,অসংখ্য মানুষকে বাঁচায়ও। মানবধর্ম রক্ষার ক্ষেত্রেও যুদ্ধ অপরিহার্য । সেক্ষেত্রে নিরীহ মানুষের মৃত্যুকে বড় করে দেখতে গিয়ে অসংখ্য মানুষের মনে ও মানে বেঁচে রাখার সদিচ্ছাকে উপেক্ষা করা যায় না। কেননা যুদ্ধের মধ্যেও বহুজনহিতায় ও বহুজনসুখায় নীতিও বর্তমান । ফসলের আগাছা নির্মূল করেই ফসল রক্ষা করতে হয়। নাগরিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করাই দেশের প্রধান কর্তব্য ও নৈতিক আদর্শ । আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সব দেশেরই আছে। ভারতের সেই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারে যুদ্ধের লক্ষ্যেই দেশের শান্তি প্রতিষ্ঠা। সেক্ষেত্রে যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির বাণীই শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্তরায় । অন্যদিকে কোনও দেশের আত্মনিয়ন্ত্রণের দোহাই দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি গড়ে তুলে যুদ্ধের মাধ্যমে আধিপত্য বিস্তারকেও মেনে নেওয়া যায় না । সেখানে কিছুদিন আগে আমেরিকার ভেনেজুয়েলার মতো স্বাধীন রাষ্ট্রকে যেভাবে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার স্বৈরাচারী সরকারের আধিপত্য বিস্তারের নগ্ন পরিচয় এখনও দগদগে। তার মধ্যেই ইরানের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নেওয়ার জন্য আমেরিকা ও ইজরায়েলের আগ্রাসী আক্রমণে পশ্চিম এশিয়ার উপসাগরীয় যুদ্ধের পরিস্থিতি কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না ।

আসলে যুদ্ধের বিরুদ্ধে নেতিবাচক ধারণা বিশ্বযুদ্ধের পরিসরেই প্রকট হয়ে ওঠে । বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরও ভয়াবহ পরিণতিতে আতঙ্কগ্রস্ত বিশ্ববাসীর কাছে যুদ্ধ মানেই ধ্বংসের মুখোমুখি হওয়ার নিবিড় আয়োজন । ১৯৪৫-এর ৬ আগস্টে আমেরিকার জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকির উপরে সভ্যতাগ্রাসী পারমাণবিক যুদ্ধের বীভৎস ধ্বংসলীলায় শিহরিত বিশ্ববাসীর যুদ্ধের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার চেতনা স্বাভাবিক ভাবেই বিস্তার লাভ করে । তারপরেও বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের দামামা বন্ধ হয়নি,বরং বলা যায় বন্ধ হতে পারে না। এখনও সেই যুদ্ধের ধ্বংসলীলা স্বাধীনতাকামী পরাধীন মানুষের মরীয়া যুদ্ধ দেশে দেশে জারি রয়েছে । শুধু তাই নয়, অধিকার,কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বে যুদ্ধ অনিবার্যতা লাভ করে । সেদিক থেকে যেমন যুদ্ধ আজও অপরিহার্যতাবোধে সক্রিয়, তেমনই তার বিরোধিতায় ‘যুদ্ধ নয়,শান্তি চাই’-এর আবেদনও সোচ্চার হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে যুদ্ধ যে মানুষের সমস্যার সমাধান করে না,উল্টে মানুষের জীবনকেই বহুমুখী ও বহুমাত্রিক সমস্যার সম্মুখীনে অভিশপ্ত করে তোলে, যুদ্ধোত্তর পরিসরেই তা প্রতীয়মান । Marcel Junod তাঁর ‘The First Atom Bom’ নিবন্ধে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকির ভয়ঙ্কর পরিণতির কথাপ্রসঙ্গে বলেছেন,’The war is not a solution for man’s problems’। আসলে যুদ্ধ নিজেই একটি জলজ্যান্ত সমস্যা। যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তিকামী মানুষের তীব্র আবেদনের প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই বৃহত্তর ও মহত্তর চেতনা সক্রিয় হয়ে ওঠে । শুধু তাই নয়, এজন্য আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খোঁজার উদ্যোগও জরুরি মনে হয় । সেক্ষেত্রে দুই পক্ষকেই এগিয়ে আসতে হবে। শুধু তাই নয়, দুর্বল ও সবলের আলোচনা কখনও সার্থকতা লাভ করে না। আবার স্বাধীনতাকামী মানুষের কাছে স্বাধীনতাই শেষ কথা হলে পরাধীন করে রাখা সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতায় তা মেনে নেওয়া সম্ভবপর হতে পারে না। সেক্ষেত্রে অধিকার ছিনিয়ে নিতে গেলেই যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী । আবার দীর্ঘ সময় ধরে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাওয়াও স্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে না । উল্টে তাতে দাসত্বের পরিসর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে,সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা তৈরি হয় । অহিংসার পূজারী বিশ্বখ্যাত মহাত্মা গান্ধী ১৯২১ থেকে যে অহিংস আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ২১ বছর ধরে তা চালিয়েও অসফল হয়ে শেষে ১৯৪২-এর আগস্টে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে ‘Do or Die’ বা ‘করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে’ নীতি অবলম্বন করেন। তাতে ২১ বছরের অপরিমেয় ক্ষতি যা হওয়ার ছিল,তা হয়ে গেছে । অন্যদিকে আলাপ আলোচনা করে ইংরেজ এ দেশ ছাড়েনি,যুদ্ধ করেই তাদের তাড়ানো হয়েছে ।

আসলে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তির জয় নিশ্চিত করতেই যুদ্ধ অনিবার্য । সেক্ষেত্রে ধর্মের সঙ্গেও যুদ্ধের নিবিড় সম্পর্ক । সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধই ধর্মযুদ্ধ হয়ে ওঠে। সেখানে দুষ্টের দমন করে শিষ্টের পালন করাই ধর্ম । তার নেতিবাচক ধারণা থেকে যুদ্ধের পরে শান্তির মধ্যে শ্মশানের শান্তির কথাও জুড়ে যায় । অথচ তাতে যুদ্ধের ইতিবাচক ধারণা ম্লান হয়ে যায় না। সেক্ষেত্রে সমাজের বৃহত্তর ও মহত্তর চেতনাতেই যুদ্ধের অপরিহার্য ভূমিকা বর্তমান । জনগণের স্বার্থেই দেশের যুদ্ধ পবিত্র কর্তব্য । তাতে কিছুজনের আত্মবলিদানের মাধ্যমে কোটি কোটি দেশবাসীকে মনেপ্রাণে শান্তিতে বাঁচার স্বার্থে দেশের যুদ্ধই মানবধর্মযুদ্ধে পরিণত হয়। মানুষের ধর্মেই ‘বাঁচো ও বাঁচাও’ অব্যর্থ মানবধর্মের নীতি। সাতচল্লিশে ধর্মভিত্তিক দেশভাগের দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতায় সমস্যা সমাধানের পথে সমাধানই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় । তার জ্বলন্ত সমস্যা ধর্মীয় মৌলবাদীদের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আজও ভারত থেকেই ক্রমে গড়ে ওঠা তিনটি দেশেই বর্তমান । শুধু তাই নয়, স্বাধীনতা পর থেকেই কাশ্মীরের অধিকার নিয়ে নিরবচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদীদের যুদ্ধে ভারতের রক্তক্ষরণ অনিবার্য হয়ে ওঠে । ২০২৫-এর এপ্রিলে তার ভয়ঙ্কর পরিণতি । নিরস্ত্র নিরীহ পর্যটকদের মধ্যে বেছে বেছে হিন্দু পর্যটকদের হত্যালীলা চালিয়ে অহিন্দু সন্ত্রাসীদের দেশের প্রধানমন্ত্রীকেই হিন্দু নিধনের বার্তা দেওয়ার পরে দেশের সামনে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়া অন্য কোনও পথ খোলা ছিল না। সেক্ষেত্রে ‘যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই’ বলে সরকারের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে দেশের যুদ্ধের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করা পরোক্ষে দেশদ্রোহী সন্ত্রাসীদের হাতকেই শক্ত করবে। বিষে বিষক্ষয় করাই শুধু নয়, সন্ত্রাসীদের মদতদাতা রাষ্ট্রের মনেও ত্রাস সৃষ্টি করাতে ভারতের যুদ্ধ অপরিহার্য । ১৯৯৮-এর মে মাসে পোখরানে ভারতের পাঁচটি পরমাণু বোমা পরীক্ষার সাফল্যের সময়ে এপিজে আবদুল কালাম তার ভয়াবহতা সত্ত্বেও তা নিয়ে তার পক্ষে বলেছিলেন এতে পরমাণু বোমা শক্তিধর রাষ্ট্রও ভারতকে আক্রমণের আগে একবার ভাবতে বাধ্য হবে। সেক্ষেত্রে ভারতের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধই দেশের স্বার্থে জরুরি । তাতে ভবিষ্যতে ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কাজকর্ম চালানোর আগে তার পরিণতি নিয়ে ভেবে দেখার প্রয়োজন অনুভব করে তা থেকে বিরত হবে। দেশের শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই এজন্য যুদ্ধ করা জরুরি। তার মধ্যে শুধু দেশের আত্মনিনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠাই নয়,তার সঙ্গে তার অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার মতো জরুরি স্বার্থও জড়িত।

অন্যদিকে তার সঙ্গে যুদ্ধব্যবসায়ী দেশের অস্ত্রের ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি থেকে সাম্রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্যে অন্য দেশকে আনুগত্যে বা বশ্যতায় রাখার জন্য মানবসভ্যতা ধ্বংসকারী যুদ্ধকে কোনওভাবেই সমর্থন করা যায় না । সেক্ষেত্রে যুদ্ধের মূলে থাকে আধিপত্য বিস্তার । অন্যের অস্তিত্ব বিপন্ন করে নিজের অস্তিত্ব প্রকট করার মধ্যে যুদ্ধের নৈতিক আদর্শ আপনাতেই নিঃস্ব হয়ে পড়ে । আধিপত্যকামী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ইচ্ছাঅনিচ্ছায় যেভাবে বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের মহড়া থেকে তার ধ্বংসলীলা ক্রমশ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে এগিয়ে চলেছে,তার মধ্যে সভ্যতাগর্বী আধুনিক পৃথিবীই আজ ভয়ঙ্কর সংকটের মুখে। যে যুদ্ধের লক্ষ্য শুধুই আধিপত্য বিস্তার,তার ট্র্যাজিক পরিণতিও ধ্বংসাত্মক । তার মধ্যে কোনও গৌরব নেই,আছে শুধু বিধ্বংসী তীব্র হাহাকার । সেক্ষেত্রে অধিকার সচেতন স্বাধীনতাপ্রিয় আধুনিক মনস্কতায় ‘বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী’র তীব্রতায় ‘যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই’-এর আবেদন যেমন অশ্রুত থেকে যায়, তেমনই তা প্রতিবাদের ভাষা হিসেবেও ব্যঙ্গের খোরাক হয়ে ওঠে। সেয়ানে সেয়ানে সেখানে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে,শান্তির আবেদন অরণ্যে রোদন করে। যে যুদ্ধ মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে মনে আর মানে বাঁচার স্বপ্ন দেখায়,সেই যুদ্ধই দেশকে শ্মশানে পরিণত করে, মুহূর্তের মধ্যে দুঃস্বপ্নপুরী উপহার দেয়,স্বদেশেই পরবাসী করে তোলে। সেক্ষেত্রে যুদ্ধই আধুনিক সভ্যতার সবচেয়ে বড় অভিশাপ । পারস্পরিক শক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে মানুষই তার শক্তিকে দুর্বল করে চলে। সেক্ষেত্রে যুদ্ধের রণংদেহি হুঙ্কারের কাছে শান্তির দাবি না পৌঁছানো অস্বাভাবিক নয়। যুদ্ধের বীরত্বের আস্ফালনের তীব্রতায় যুদ্ধবিমুখ শান্তির আর্তির দুর্বলতাবোধে প্রতিবাদের ভাষা না হয়ে ব্যঙ্গের খোরাক হয়ে ওঠে । এজন্য বিশ্ববাসীর যুদ্ধবিরোধী আবেদনকে উপেক্ষা করে অর্থাৎ শান্তির ঘণ্টা বাজিয়ে যুদ্ধের সাইরেন বেজেই চলেছে ।

> ১৯৯৮-এর মে মাসে পোখরানে ভারতের পাঁচটি পরমাণু বোমা পরীক্ষার সাফল্যের সময়ে এপিজে আবদুল কালাম তার ভয়াবহতা সত্ত্বেও তা নিয়ে তার পক্ষে বলেছিলেন এতে পরমাণু বোমা শক্তিধর রাষ্ট্রও ভারতকে আক্রমণের আগে একবার ভাবতে বাধ্য হবে। সেক্ষেত্রে ভারতের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধই দেশের স্বার্থে জরুরি । তাতে ভবিষ্যতে ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কাজকর্ম চালানোর আগে তার পরিণতি নিয়ে ভেবে দেখার প্রয়োজন অনুভব করে তা থেকে বিরত হবে। দেশের শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই এজন্য যুদ্ধ করা জরুরি। তার মধ্যে শুধু দেশের আত্মনিনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠাই নয়,তার সঙ্গে তার অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার মতো জরুরি স্বার্থও জড়িত। ত্নঅন্যদিকে তার সঙ্গে যুদ্ধব্যবসায়ী দেশের অস্ত্রের ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি থেকে সাম্রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্যে অন্য দেশকে আনুগত্যে বা বশ্যতায় রাখার জন্য মানবসভ্যতা ধ্বংসকারী যুদ্ধকে কোনওভাবেই সমর্থন করা যায় না।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

চর্চাবাসর ১৯

‘জামাই’ (Jamai) শব্দটির মূল বা উৎস হলো সংস্কৃত শব্দ ‘জামাতৃ’ (जामातृ), যার অর্থ ‘জামাই’ বা ‘কন্যার স্বামী’ [1, 11]। এটি প্রাকৃত ও অপভ্রংশের পথ ধরে বাংলা ভাষায় এসেছে [4, 11]। বাংলায় এটি সাধারণত কন্যা বা কন্যাসম নারীদের স্বামীকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয় [12]। এটি জামাই ষষ্ঠী অনুষ্ঠানের মতো বাঙালি সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ [3, 10]।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

SBI

এসবিআই এএমসিসি বর্ধমান (৬২৯৬০)
মিউনিসিপ্যাল মার্কেট, কোর্ট কম্পাউন্ড,
পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩১০১, পশ্চিমবঙ্গ
ই-মেইল: sbi.62960@sbi.co.in

পরিশিষ্ট-৪[রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

ক্যাশ ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট নম্বর- ৩২৪৬০০৮৭১৭৩

যেহেতু,

নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এএমসিসি বর্ধমান** এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২(২০০২ এর নং-৩) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে **০১.১১.২০২৫** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা জনাব **কাজী মহঃ নূর আলম, গ্রাম- আলমপুর, পোঃ ও থানা- মাধবডিহি, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩৪২৪**-কে আহব্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **৪০,৭৯,৯০৩.০০ টাকা (চল্লিশ লক্ষ ঊনআশি হাজার নয়শত তিন টাকা মাত্র) ০১.১১.২০২৫** অনুযায়ী তদুপরি হালনাগাদ সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ ও ব্যয় সহ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল।

ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ এর সাব সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **০৬ই মার্চ, ২০২৬ তারিখে।**

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে, অর্থ **৪০,৭৯,৯০৩.০০ টাকা (চল্লিশ লক্ষ ঊনআশি হাজার নয়শত তিন টাকা মাত্র) ০১.১১.২০২৫** অনুযায়ী তদুপরি হালনাগাদ সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ ও ব্যয় ইত্যাদি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এএমসিসি বর্ধমানশাখার** ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

গ্রাম- আলমপুর, পোঃ ও থানা- মাধবডিহি, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩৪২৪; মৌজা-আলমপুর, জে.এল. নং ১৮৩, থানা- মাধবডিহি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩৪২৪।

চতুঃসীমা: উত্তরে: রাস্তা, **দক্ষিণে:** শেখ মহঃ সেলিমের শালি জমি, **পূর্বে:** পারভীন সুলতানার শালি জমি, **পশ্চিমে:** চৌধুরী আনোয়ারের ফাঁকা জমি।

তারিখ: ০৬.০৩.২০২৬,
স্থান: বাতাসপুর

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
CIN : L65190MH2004GOI148838
৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, ৩য় তল,
কলকাতা - ৭০০০১৭, ফোন নম্বর (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭২৫,
ওয়েবসাইট www.idbibank.in

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি (সারফেসি আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদান না করলে জারি করা হবে)

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন (সারফেসি আইন) প্রয়োগের অধীনে বিজ্ঞপ্তি

অনুপ কুমার পাঠক,
পিতা অশোক কুমার পাঠক, সিলভার ব্রিজ, ফ্ল্যাট নং -বি, ৩য়তল, এম/২৮, জে কে পাল লেন, বেনাচিতি, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩২১৩।

প্রিয়া পাঠক,
স্বামী অনুপ কুমার পাঠক, সিলভার ব্রিজ, ফ্ল্যাট নং -বি, ৩য়তল, এম/২৮, জে কে পাল লেন, বেনাচিতি, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩২১৩।

উপরোক্ত ঋণগ্রহীতাদের (গণ) এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেড (আইডিবিআই ব্যাংক) কর্তৃক গৃহঋণ, এমএল এবং এলআইপি-এর মাধ্যমে, উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাকে ৪২,৯৪,৮৮৯ টাকা (বিয়াল্লিশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার আটশত উননব্বই টাকা) আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে। উক্ত আর্থিক সহায়তার অনুমোদন অনুসারে, অনুপ কুমার পাঠক (ঋণগ্রহীতা) এবং প্রিয়া পাঠক (সহ-ঋণগ্রহীতা) কর্তৃক প্রয়োজনীয় ঋণ এবং নিরাপত্তা নথিপত্র সম্পাদন করা হয়েছে। নিম্নে উল্লিখিত সম্পত্তির মালিকানা দলিল জমা দিয়ে বন্ধক রেখে, উল্লিখিত আর্থিক সহায়তা সুরক্ষিত করা হয়েছে। যেহেতু উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা ৩১-০১-২০২০ তারিখের ঋণ চুক্তি (গুলি) অনুসারে উক্ত আর্থিক সহায়তা পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক (আরবিআই) কর্তৃক সময়ে সময়ে জারি করা নির্দেশিকা অনুসারে, ঋণগ্রহীতার হিসাব আইডিবিআই ব্যাংকের বইতে নন পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতার দ্বারা সংঘটিত খেলাপির পরিপ্রেক্ষিতে, আইডিবিআই ব্যাংক, তার ০৬-০১-২০২৬ তারিখের রেফারেন্স নং Recall/AKP & PP/25984, 26114, 39109 এবং 39321/01 সম্বলিত চিঠির মাধ্যমে, ০৯-১২-২০২৫ তারিখের সুদ এবং অন্যান্য অর্থ সহ মোট ৩৮,৩০,৭০৩ টাকা (আটত্রিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার সাতশ তিন টাকা) আর্থিক সহায়তা ঋণগ্রহীতার দ্বারা তাৎক্ষণিকভাবে বকেয়া এবং প্রদেয় বলে ঘোষণা করেছে এবং ঋণগ্রহীতাকে ১০-১১-২০২৫ থেকে পরিশোধ বা আদায় না হওয়া পর্যন্ত আইডিবিআই ব্যাংককে অতিরিক্ত সুদ সহ উক্ত অর্থ প্রদানের জন্য আহ্বান জানিয়েছে, যা উক্ত চিঠিতে উল্লিখিত চুক্তিভিত্তিক হারে কার্যকর হবে। ০৯-১২-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী পরিমাণ ৩৮,৩০,৭০৩ (আটত্রিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার সাতশ তিন টাকা) বকেয়া অনুপ কুমার পাঠক (ঋণগ্রহীতা) এবং প্রিয়া পাঠক (সহ-ঋণগ্রহীতা) (১০-১১-২০২৫ পর্যন্ত হিসেবকৃত সুদ সহ) বকেয়া ০৯.১২.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ চুক্তি মোতাবেক হারে আইডিবিআই ব্যাঙ্কের যৌগিক হারে সুদ পরবর্তী সুদ চুক্তি মোতাবেক হারে সম্পূর্ণ উশুল না হওয়া পর্যন্ত। আইডিবিআই ব্যাংক কর্তৃক সারফেসি আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদারদের নিজ নিজ ঠিকানায় 'বকেয়া স্বীকৃতি সহ নিবন্ধিত ডাক' দ্বারা প্রয়োজনীয় নোটিশ জারি/পরিবেশন করা হয়েছিল, যা 'সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ঠিকানা নয়' ডাক মন্তব্য যুক্ত অবস্থায় ফিরে এসেছে। উপরোক্ত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, এই পাবলিক নোটিশটি সারফেসি বিধির নিয়ম ৩ (১) এর বিধান মেনে জারি করা হচ্ছে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, আইডিবিআই ব্যাংকের পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যতীত আপনি কোনও সুরক্ষিত সম্পদ স্থানান্তর বা অন্যথায় (আপনার ব্যবসার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ব্যতীত) করবেন না, অন্যথায় আপনি সারফেসি আইনের ধারা ২৯ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দায়ী থাকবেন। আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, সুরক্ষিত সম্পদ উদ্ধারের জন্য উপলব্ধ সময়সীমার পরিপ্রেক্ষিতে, আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি।

এই পরিস্থিতিতে, ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদারদের, আবারও, তারিখ থেকে ষাট দিনের মধ্যে উপরোক্ত পরিমাণ পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি তা না হয়, তাহলে আইডিবিআই ব্যাংক, সারফেসি আইনের বিধান অনুসারে এবং এবং ব্যাংকের পাওনা আদায়ের জন্য উপলব্ধ অন্য কোনও আইন অনুসারে তার সুরক্ষা স্বার্থ প্রয়োগ করার অধিকারী হবে।

সম্পত্তির বিস্তারিত

স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ইউনিট বা ভবনের অংশ ফ্ল্যাট নং বি, ৩য় তলে, ব্লক সিলভার ব্রিজ, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৫৪২ বর্গফুট, দুই বেড রুম, এক কিচেন তথা ডাইনিং, এক লিভিং, এক কমন টয়লেট, এক ব্যালকনি, এবং এক বাইক পার্কিং স্পেস এবং অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে/ভবনে নাম সিলভার ব্রিজ, নির্মিত জমির পরিমাপ এরিয়া ০.৫ ডেসিমেল বা ৩ কাঠা, আরএস প্লট নং ৬৮৮ এবং ৬৯১, আরএস খতিয়ান নং ৪৯, এলআর প্লট নং ২১৬৬, এলআর খতিয়ান নং ৯৫৬/১ (১৭১৬) মৌজা - বেনাচিতি, থানা -দুর্গাপুর, জেএল নং ৬৭, এডিএসআর : দুর্গাপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, সম্পত্তি দুর্গাপুর পুরসভা অধীন উল্লেখ্য হোল্ডিং নং ৪৪৩/এন, ওয়ার্ড নং সি/১৯। **চৌহদ্দি : পূর্বে :** তৃপ্তি ব্যানার্জির ভবন। **পশ্চিমে :** শ্রী গৌরাঙ্গ চন্দ্র কর্মকার এর ভবন। **উত্তরে :** অমল মাঝি এর ভবন। **দক্ষিণে :** পুরসভা ২০ ফুট সড়ক।

তারিখ : ১১.০৩.২০২৬
স্থান : কলকাতা

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

বঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI
Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস, ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং অ্যাভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন- ৭১৩২১২, ই-মেইল- zo.bardhaman@bankofindia.co.in

অতিরিক্ত লকার ভাড়া পরিশোধের জন্য বিজ্ঞপ্তি

ক্রম নং	লকার অধিগ্রহণকারীর নাম	ঠিকানা	অতিরিক্ত লকার ভাড়া	নোটিশ প্রেরণের বিস্তারিত	হইতে	শাখা
১.	কানু মিত্র	লক্ষ্মীপুর, জি টি রোড, পব-৭১৩১০১,	১২০০০	১১.০৬.২০১৮ ১২.০৭.২০২৪ ০৬.০৩.২০২৫	১১.০৬.২০১৮	বর্ধমান
২.	নিশাকর যশ	বড়বাজার, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩১০১,	৯০০০	১৭.০৬.২০২০ ১২.০৭.২০২৪ ০৬.০৩.২০২৫	১৭.০৬.২০২০	বর্ধমান
৩.	প্রতিমা বোস	জি এন মিত্র লেন, পরাপুকুর, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩১০১	১২৬০০	১১.০২.২০২০ ১২.০৭.২০২৪ ০৬.০৩.২০২৫	১১.০২.২০২০	বর্ধমান
৪.	হর প্রসাদ চক্রবর্তী	৮২, স্যার বি সি রোড, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩১০১	৭৫০০	০৪.০৯.২০২১ ১২.০৭.২০২৪ ০৬.০৩.২০২৫	০৪.০৯.২০২১	বর্ধমান
৫.	কাজী এনায়েত হোসেন	পাটনা নিত্যানন্দপুর, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ	১০৫০০	১৫.১০.২০১৯ ১২.০৭.২০২৪ ০৬.০৩.২০২৫	১৫.১০.২০১৯	বর্ধমান
৬.	সন্ধ্যা চৌধুরী	বাহির সর্বমঙ্গলা রোড, সুভাষপল্লি, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩১০১	১২০০০	০৩.১১.২০১৮ ১২.০৭.২০২৪ ০৬.০৩.২০২৫	০৩.১১.২০১৮	বর্ধমান
৭.	গোপাল মুখার্জি	"হাতি লজ", বি এল হাতি রোড, রাধানগর পাড়া, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩১০১	৮৪০০	২২.০৭.২০২০ ১২.০৭২০২৪ ০৬.০৩.২০২৫	২২.০৭.২০২০	বর্ধমান
৮.	অরুণ দত্ত	বাহিলা পাড়া বর্ধমান, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ,	১৩৫০০	১৭.১১.২০১৭ ১২.০৭.২০২৪ ০৬.০৩.২০২৫	১৭.১১.২০১৭	বর্ধমান
৯.	নির্মল সিং	লক্ষ্মীপুর, কলেজ মোড়, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩১০১	৪০০০	২১.১১.২০২২ ১২.০৭.২০২৪ ০৬.০৩.২০২৫	২১.১১.২০২২	নবাবহাট
১০.	সুপ্রকাশ দে	নেতাজি আবাসন, আম্বেদকার ব্লক, ফ্ল্যাট-ই-৯, রাজবাঁধ পাড়া, এস এস গাঙ্গুলি রোড, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২৩১০১,	৬০০০	০২.০৮.২০২২ ১২.০৭.২০২৪ ০৬.০৩.২০২৫	০২.০৮.২০২২	পুরুলিয়া

"উপরে উল্লেখিত সকল লকারধারীরা ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, শাখাগুলিতে লকার রক্ষণাবেক্ষণ করছেন (যেমন কলাম ৭-এ উল্লেখ করা হয়েছে)। আমরা উপরের টেবিলের ৫ নম্বর কলামে উল্লিখিত তারিখগুলিতে অতিরিক্ত বকেয়া লকার ভাড়া পরিশোধের বিষয়ে বিভিন্ন যোগাযোগ পাঠিয়েছি। তবে বিভিন্ন সময় স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পরেও তা পরিশোধ করা হয়নি। সমস্ত লকারধারীদের আবারও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে উপরের টেবিলের ৪ নম্বর কলামে উল্লিখিত অতিরিক্ত বকেয়া ভাড়া জমা দিন। পরিশোধ না করলে ব্যাংক তাদের (লকারধারীদের) খরচ, ব্যয় এবং চার্জ সম্পূর্ণরূপে তাদের ঝুঁকি এবং দায়িত্বে লকারটি খুলবে এই প্রকাশনা/বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৭ দিন পরে।"

তারিখ : ১১.০৩.২০২৬
স্থান : দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

৫০ টাকার কাজ নাকি বড় শিল্পে কর্মসংস্থান, সিদ্ধান্ত নিন: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার বিধানসভায় বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা উপলক্ষে আয়োজিত সভা থেকে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

সভামঞ্চ থেকে তিনি বলেন, 'আপনারা যদি মনে করেন আপনার ছেলে বিএসসি পাশ করে প্রতিদিন ৫০ টাকায় খুশি থাকবে, তাহলে ওই দিকেই চলে যান। আর যদি মনে করেন বড় শিল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে এবং নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, তাহলে আমাদের সঙ্গে থাকুন।' তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যে শিল্পোন্নয়নের অভাবেই যুবসমাজ কর্মসংস্থানের সংকটে ভুগছে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে বড় শিল্প গড়ে তুলে কর্মসংস্থান বাড়ানো হবে। এছাড়াও তিনি সাংস্কৃতিক ইস্যু নিয়েও রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ করেন। তাঁর দাবি, ওপার বাংলায় সত্যজিৎ রায়ের বাড়ি ভাঙচুর হয়েছে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ি দখল করা হয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলা হয়েছে। পাশাপাশি এরাজ্যেও তৃণমূল কংগ্রেসের এক ছাত্রনেতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে আগুন লাগিয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন তিনি। কলকাতা ও বাংলাদেশের প্রসঙ্গ টেনে কিছুটা ব্যাঙ্গের সুরে শমীক বলেন, 'কলকাতা থেকে বাংলাদেশ খুব দূরে নয়। সেখানে বসেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'গীতবিতান' লিখে ছিলেন। আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও পিছিয়ে নেই, তিনি আপনাদের জন্য 'কবিতা বিতান' নিয়ে এসেছেন।' পশ্চিমবঙ্গ যেভাবে চলছে, সেই পরিস্থিতি থেকে রাজ্যকে বের করে আনার প্রয়োজন রয়েছে বলে মন্তব্য করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর আরও দাবি, সাধারণ মানুষ এখন পরিবর্তন চাইছেন। শমীকের কথায়, 'দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে করতে মুখ্যমন্ত্রী ক্লান্ত। মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্রামের দরকার, তাই আমরা তাঁকে ছুটি দিয়ে দেব। আর এই ছুটি দেওয়ার জন্য আপনাদেরই এগিয়ে আসতে হবে।'

তিনি আরও আশা প্রকাশ করেন যে, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মাটিতে আগামী দিনে শ্যামাপ্রসাদের আদর্শে সরকার গড়ে উঠবে। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর কথাও উল্লেখ করেন। শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'এই মাটি মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর মাটি। সেই মাটিতে দাঁড়িয়ে কারা রাজনীতি করছে, একবার আয়নায় নিজেদের মুখ দেখে সেই প্রশ্ন নিজেদেরই করুন।'

যানজটের চাপে ক্ষুব্ধ গুসকরাবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, গুসকরা: গুসকরা রেলগেটের জ্যাম এলাকার মানুষের নিত্যদিনের সঙ্গী। এবার উপরি পাওনা জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা আলু বোঝাই ট্রাক্টর। গুসকরা শহরের দুই প্রান্তের যানজটের সাঁড়াশি চাপে অতিষ্ঠ সকলে। বর্ধমান-বোলপুর ১১৪ নম্বর জাতীয় সড়ক গেছে গুসকরা শহরের মধ্য দিয়ে। কলকাতা থেকে বোলপুরগামী অধিকাংশ গাড়ি ব্যবহার করে এই জাতীয় সড়ক। প্রতিদিনই রাস্তায় গাড়ির চাপ থাকে যথেষ্ট। কোন নদীর ওপর সংকীর্ণ ব্রিজ দিয়ে দুটি গাড়ি যাতায়াত করা প্রায় অসম্ভব অল্প বিস্তর যানজট নিত্যদিনের সঙ্গী। বর্তমানে এই রাস্তার উপর আলুবোঝাই গাড়ির লম্বা লাইনের ফলে জাতীয় সড়কে যানজট। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে দুর্ভোগ চরমে যাত্রীদের। আটকে পড়ছে গ্রাম থেকে আসা স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। আটকে পড়ছে অ্যাম্বুল্যান্স। চরম দুর্ভোগকে সাধারণ মানুষ থেকে ব্যবসায়ীরা।

SBI

এসবিআই ব্রাবোর্ন রোড শাখা (৩০১৪৬)
বোম্বে মিউচুয়াল বিল্ডিং, ৯ ব্রাবোর্ন রোড, কলকাতা - ৭০০০০১
ইমেল আইডি : sbi.30146@sbi.co.in

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

শ্রী জি. গণেশ রাও এসবিআই ব্রাবোর্ন রোড শাখা থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, কিন্তু সময়সূচী অনুসারে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। গ্রাহক নোটিশ/নোটিশের যথাযথভাবে সাড়া দেননি অথবা নোটিশটি অপ্রকাশিত অবস্থায় ফেরত পাঠানো হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে যদি সোনার ঋণ (গুলি) ২৫.০৩.২০২৬ তারিখে বিকাল ৪ টার আগে বাতিল করা না হয়, অর্থাৎ ২৭.০৩.২০২৬ তারিখে বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি নিম্নোক্ত সময় এবং তারিখে শাখা প্রাঙ্গণে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে, কোনও নোটিশ ছাড়াই। এই ক্ষেত্রে সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতা বহন করবেন। ব্যাংক যেকোনো সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝপথে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করতে পারবেন এবং অলঙ্কারগুলির দখল নিতে পারবেন।

ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী জি গণেশ রাও

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারেট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	২৭.০৩.২০২৬	দুপুর ৩টে থেকে থেকে বিকেল ৪টে	২২ ক্যারেট	মোট ওজন ১২.১৬০ গ্রাম নিট ওজন ১১.০০০ গ্রাম	১টি চেন

তারিখ: ১১.০৩.২০২৬
স্থান: ব্রাবোর্ন রোড

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI

এসবিআই হোম লোন সেন্টার দক্ষিণ কলকাতা (১৬২৮৬)
১ম ফ্লোর, 'উইন্ডসর হাইটস' ২৭৭, উত্তর কুমড়াখালি, ই.এম. বাইপাস কলকাতা - ৭০০১০৩, পশ্চিমবঙ্গ, ইমেল: sbi.16286@sbi.co.in

পরিশিষ্ট ৪ [রুল৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,

নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি, দক্ষিণ কলকাতার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে নিম্নে বর্ণিত তারিখে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ কে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক আহ্বান জানায়, ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে ঋণগ্রহীতাদের সাপেক্ষে বর্ণিত তারিখে। বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া- এইচএলসি দক্ষিণ কলকাতা** এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা (গণ)-এর নাম ও ঠিকানা এবং এ/সি নং	স্বত্ব দলিল জমাদানের মাধ্যমে সম্পত্তির বন্ধকের বিবরণ	১. দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. বকেয়া পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা:** **শ্রী অমল কুমার বোস,** পিতা- প্রয়াত সুধীর কুমার বোস, ২/২বি, নবীন কুণ্ডু লেন, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০৯। **অ্যাকাউন্ট নম্বর- ৩০৬১১৬৭৮৩০০ (এইচবিএল)**	১) দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কসবা থানার অন্তর্গত মৌজা- কসবা, জে.এল. নং ১৩, আর.এস. নং ২৩৩, আর.এস. দাগ নং ৪১১৯, আর.এস. খতিয়ান নং ২২৩১-এর অন্তর্ভুক্ত; বর্তমানে ৬৬৮ পূর্বাচল রোড, কলকাতা- ৭০০০০৭৮ ঠিকানায় কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১০৬ নং ওয়ার্ডের সীমাবদ্ধতার মধ্যে অবস্থিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট (ফ্ল্যাট নং- বি২), যা ভবনের ১ম ফ্লোরে অবস্থিত। ফ্ল্যাটটি আনুমানিক ৬৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট এবং এতে ২ টি বেডরুম, ১ টি টয়লেট, ১ টি লিভিং কাম ডাইনিং রুম, ১ টি রান্নাঘর ও ১ টি বারান্দাসহ জমির আনুপাতিক অংশ সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তিটির চতুঃসীমা নিম্নরূপ-** উত্তরে- শ্রী চিত্তরঞ্জন ঘোষের জমি এবং বিভাজন নকশার ৩ নং প্লট। দক্ষিণে- ১২ ফুট প্রশস্ত রাস্তা। পূর্বে- ৮ ফুট প্রশস্ত রাস্তা। পশ্চিমে- ১০ ফুট প্রশস্ত কে.এম.সি. রাস্তা। দলিলের বিশর্দ - উক্ত সম্পত্তিটি ২০০৮ সালের ১২৫৮০ নম্বর দলিল অনুযায়ী কলকাতা এ.আর.এ.-১ অফিসে বুক- ১, সিডি ভলিউম নম্বর ৬২, পৃষ্ঠা ৯৫৩৩ থেকে ৯৫৬২-তে নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী- শ্রী সুধীর কুমার বোসের পুত্র শ্রী অমল কুমার বোসের নামে নথিভুক্ত রয়েছে।**	১. ১০.১২.২০২৫ ২. ০৭.০৩.২০২৬ ৩. ৪,৪৯,৪৩০.০০/- টাকা (চার লক্ষ ঊনপঞ্চাশ হাজার চারশত ত্রিশ টাকা মাত্র), ১০.১২.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী এবং ১১.১২.২০২৫ থেকে পরবর্তী আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জসহ।
২.	**ঋণগ্রহীতা:** **শ্রী স্নেহাশিষ দাস,** পিতা- প্রয়াত অমর চন্দ্র দাস এবং **শ্রীমতী চন্দনা দাস,** স্বামী- শ্রী স্নেহাশিষ দাস **অ্যাকাউন্ট নম্বর- ৪৩০৭১৭৩৭৬৯৯ (এইচবিএল), ৪৩০৭১৭৭১৩৯১ (সুরক্ষা), ৪৩১০১২২৬৭৮৬ (টপ আপ), ৪৩০৭১৯৪৯০১৪ (এইচবিএল), ৪৩০৭১৯৮৭৮৬৬ (সুরক্ষা), ৪৩১০১৪১৩০৩৯ (টপ আপ)**	**সম্পত্তি ১:** পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার আলিপুর এ.ডি.এস.আর. অফিসের এক্তিয়ারভুক্ত এবং বাঁশদ্রোণী (পূর্ববর্তী রিজেন্ট পার্ক) থানার অন্তর্গত বাঁশদ্রোণী পোঃ এলাকার ১১২ নং ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত ৭৯১/২, দক্ষিণ রায়নগর ঠিকানায় অবস্থিত **'মা অ্যাপার্টমেন্ট'** নামক একটি জি+৩ (গ্রাউন্ড প্লাস থ্রি) তলা ভবনের ব্লক

হবিবপুরে পথের ধারে পড়ে বিপুল আধার কার্ড, কাঠগড়ায় পোস্ট অফিস কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গ্রামীণ রাস্তার ধারে গোছা গোছা পড়ে রয়েছে আধার কার্ড-সহ এটিএম কার্ড, ব্যাঙ্ক ও পোস্ট অফিসের পাসবুক। আর সেগুলি রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আসছে কিছু বালকের দল। সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন ভিডিও ভাইরাল হতেই যেন প্রশাসনিক স্তরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে মালদার আদিবাসী অধ্যুষিত হবিবপুর থানার আকতৈল গ্রাম পঞ্চায়েতের বিনোদপুর এলাকায় । সোমবার বিকেলে এই ঘটনার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট এলাকার কেউ বা কারা সোশ্যাল মিডিয়ায় বিষয়টি ভাইরাল করে দেয়। মঙ্গলবার সকাল থেকে এই বিষয়টি ভাইরাল হতেই যেন শোরগোল পড়ে যায় গোটা এলাকা জুড়ে। ইতিমধ্যে হবিবপুর থানার পুলিশ বিষয়টি জানতে পেরে ওই এলাকা থেকে শতাধিক আধার কার্ড সহ যাবতীয় নথিপত্র উদ্ধার করে বিনোদপুর ডাকঘর কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিয়েছে। কারণ, এই ঘটনার পিছনে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ সংশ্লিষ্ট এলাকার এক ডাক কর্মীর গাফিলতির অভিযোগের বিষয়টি জানতে পেরেছেন। যদিও নির্দিষ্টভাবে কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হলে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা

জানিয়েছেন। পাশাপাশি হবিবপুরের বিডিও মনোজ কাঞ্জিলাল অবশ্য এব্যাপারে কিছুই জানেন না বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, 'নির্দিষ্টভাবে কোনও অভিযোগ হলে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হবিবপুর ব্লকের বিনোদপুর ডাকঘরের ডাক কর্মী হরেশ রায় নিজে নথি বিলি না করে পাঁচ হাজার টাকা মাস মাইনেতে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে এলাকার এক যুবক সুশীল টুডুকে নিযুক্ত করেন এই কাজের জন্য। পরে বিনোদপুর পোস্ট অফিস থেকে হরেশ রায় বদলি হয়ে যান খড়িবাড়ি ডাকঘরে। বিপুলসংখ্যক নথি থেকে যায় সুশীলের বাড়িতে। গত দু'মাস আগে কাজ করেও সুশীল টাকা পায় নি বলে অভিযোগ। তাব. জন্যই বিপুল পরিমাণ আধার কার্ড-সহ যাবতীয় নথিগুলি নিজের বাড়িতেই মজুত রেখেছিল ওই যুবক। সোমবার বিকেলে সুশীলের অবর্তমানে বাড়ির কেউ বা কারা, সেই নথিগুলি রাস্তার ধারে বস্তাবন্দী করে ফেলে দেয়। এরপরে কিছু বালক সেগুলি নিয়ে খেলা করছিল। তখনই সেটি কেউ বা কারা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেয়। এদিকে এসআইআর আবহে প্রয়োজনীয় নথি হাতে না থাকায় সমস্যায় পড়েছেন প্রচুর মানুষ। নথি বিলি না-হওয়া নিয়ে শুরু হয়েছে দোষারোপ, পাল্টা দোষারোপ। তার মধ্যেই এমন ঘটনায় যেন শোরগোল ফেলে দিয়েছে গোটা হবিবপুর এলাকা জুড়ে। যার বাড়ি থেকে ওই বিপুল সংখ্যক আধার কার্ড-সহ নথিপত্র পাওয়া গিয়েছে সেই সুশীল টুডুরর দাবি, তাঁর কাছে ওই বিপুল পরিমাণ নথি রাখতে দিয়েছিল ডাক কর্মী হরেশ রায়। ধীরে ধীরে সেগুলি বিলি করার কথা বলেছিলেন তিনি। কিন্তু টাকা দিচ্ছিলেন না বলেই সেগুলি বাড়িতেই মজুত ছিল। সোমবার তিনি বিশেষ কাজে বাইরে গিয়েছিলেন সেই সময় হয়তো বাড়ির কেউ না বুঝেই এগুলোই রাস্তার ধারে ফেলে দেয়। যদিও পরে সেগুলি পুলিশ উদ্ধার করে সংশ্লিষ্ট ডাকঘর কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিয়েছে। অন্যদিকে, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই ডাক কর্মী হরেশ রায় অবশ্য সুশীলকে প্রতি মাসে পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে কাজে রাখার কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, সুশীল টুডু যে ওইসব নথি বিলি করেননি, তা তিনি জানতেনই না। ওই পোস্ট অফিস থেকে ট্রান্সফার হলেও, এই কাজের জন্য অথচ নিয়মিত তাকে চুক্তি অনুযায়ী মাসোয়ারা দিয়ে ছিলেন তিনি। এদিকে পুলিশ প্রচুর গ্রাহকের উদ্ধার হওয়া নথি বিনোদপুর ডাক ঘরে ফিরিয়ে দিলেও সে বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চান নি সংশ্লিষ্ট ডাকঘর কর্মীরা। মালদা হেড পোস্ট অফিসের সুপারিনটেন্ট উৎপল রায় জানিয়েছেন, 'বিষয়টি জানা নেই। অবশ্যই সেটি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।'

সিএএতে আবেদনকারীদের সার্টিফিকেট প্রদান পূর্বস্থলীতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: সিএএতে আবেদন করে সম্প্রতি পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের একাধিক পরিবার ভারতীয় নাগরিকত্বের 'সার্টিফিকেট' পেতে শুরু করেছেন। যে পরিচয়পত্র পেতে সিএএতে আবেদন না করার জন্য, এতদিন একটি রাজনৈতিক দল এই অনুপ্রবেশকারীদের ভয় দেখিয়ে এসেছিল। তা যে মিথ্যা ছিল, এবার তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে এই সার্টিফিকেট হাতে পাওয়ার পরই বলে মনে করছে গেরুয়া শিবির।

সম্প্রতি কালেকাতলা ১ পঞ্চায়েতের ফলেয়া এলাকায় তিনটি পরিবার, এই পরিচয়পত্র পেয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। আর কেন্দ্রীয় সরকারের এই নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট হাতে পেয়ে তাঁরা এবার খুশি। দক্ষিণ ফলেয়ার একই পরিবারের মা সরস্বতী মল্লিক ও তার দুই পুত্র দুলাল মল্লিক, অরবিন্দ মল্লিক নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট পেয়েছেন। বাংলাদেশে তাঁদের বাড়ি ছিল গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া থানা এলাকায়। ধর্মীয় কারণে তাঁদের ২০০৬ সালে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে চলে আসতে হয়। এরপর ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে তাঁরা স্থানীয় বিজেপি নেতাদের কথায়, সিএএতে আবেদন করেন। ৪ মাস পর তাঁরা ইমেইল মারফত এই নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট হাতে পান। এলাকার

বিজেপি নেতা বেচারাম দাস বলেন, 'আমরা এই এলাকার প্রায় দেড় হাজার পরিবারকে সিএএতে আবেদন করিয়েছি। আর কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে সবাই নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট পেয়ে যাবে।' অন্যদিকে, কয়েকদিনের ব্যবধানে ভারতীয় নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট পেয়েছেন কালেকাতলা ১ পঞ্চায়েতের বিশ্বরম্ভার বাসিন্দা মিহির মজুমদার। পূর্ব ফলেয়ার একই পরিবারের বাবা কৃষ্ণকান্ত হালদার, ছেলে কৃত্তিবাস হালদার। তাদেরও বাড়ি ছিল বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া থানা এলাকায়। ধর্মীয় কারণেই তাদের বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতের পূর্বস্থলীতে চলে আসতে হয়েছে বলে জানান কৃত্তিবাস হালদার।

অজয় নদীর ভুঁড়ি-ফরফরি ঘাটে সক্রিয় বালি পাচার

সমস্যায় চাষিরা, অতিষ্ঠ গ্রামবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: জামুড়িয়া ২ নম্বর ব্লকের তথা পাণ্ডবেশ্বর থানা এলাকার শ্যামলা অঞ্চলের ভুঁড়ি-ফরফরি অজয় ঘাটে ট্রাক্টরে করে অব্যাহত বালি পাচার চক্র। সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে দিবারাত্রি অবাধে হচ্ছে বালি পাচার বলে অভিযোগ। সমস্যায় চাষিরা। অতিষ্ঠ গ্রামবাসী।

রাতের অন্ধকারই হোক কিংবা দিনের আলো, সবসময় প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে স্থানীয় বালি মাফিয়া অজয় নদী থেকে ট্রাক্টরে করে অবাধে তুলছে বালি, সেই বালি কখনও সরাসরি ট্র্যাক্টরে করে আবার কখনো নদী থেকে বালি তুলে বিভিন্ন জায়গায় মজুদ করে পরবর্তীতে অন ডিউটি ইসিএলের বোর্ড লাগানো ট্রাকে করে সেই বালি পাচার হচ্ছে পশ্চিম বর্ধমানের বিভিন্ন এলাকায় এবং বিক্রি

হচ্ছে চড়া দামে।

দীর্ঘদিন ধরে এই বালি পাচারের কারণে শ্যামলা অঞ্চলের ভুরি ফরফরি গ্রাম থেকে অজয় নদী যাওয়ার প্রধান রাস্তার দুই পাশে অবস্থিত এলাকার কৃষকদের কৃষি খেতে বালি গাড়ি থেকে উড়ে আসা ধুলো ফসলের উৎপাদন ও বৃদ্ধিতে মারাত্মক প্রভাব ফেলছে বলেই দাবি করছেন এলাকার কৃষি জীবি মানুষজন। এই প্রসঙ্গে শ্যামলা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অসিত মণ্ডলকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, 'রাতের পর রাত দিনের পর দিন কেউ যদি সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে বালি পাচার করে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করে তাহলে আমরা সেটি কখনও ভালো চোখে দেখবো না। বিষয়টি খুবই দ্রুত শ্যামলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে পুলিশকে জানাবো লিখিত আকারে। এছাড়াও এই বালি পাচারের বিষয়টি ব্লক প্রশাসনকেও জানানো হবে। পাশাপাশি এই পাচার চক্র স্থানীয় স্তরের কোনও নেতা যদি যুক্ত থাকে তাদেরকেও ছেড়ে কথা হবে না।' পঞ্চায়েত প্রধান আরও জানান, 'এই প্রচার চক্র দমনে প্রশাসন সদিচ্ছায় কাজ না, করলে আমরা রাস্তায় নেমে বড় ধরনের আন্দোলন করব।'

আরামবাগে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রায় জনস্রোত

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বিজেপির ঘোষিত 'পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা'কে ঘিরে মঙ্গলবার সরগরম হয়ে ওঠে হুগলির আরামবাগ মহকুমা। রাজ্যে পরিবর্তনের বার্তা পৌঁছে দিতে এই যাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল বলে দাবি বিজেপির। এদিন পরিবর্তন সংকল্প যাত্রার রথ প্রথমে পুরশুড়া বিধানসভা এলাকা থেকে যাত্রা শুরু করে এবং সেখান থেকে খানাকুল, আরামবাগ ও গোঘাট বিধানসভা অতিক্রম করে শেষে পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। এই যাত্রাকে কেন্দ্র করে মহকুমার চারটি বিধানসভা এলাকায় পথসভার আয়োজন করা হয়। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, ডেপুটি সিএম উত্তর প্রদেশের ব্রজেশ পাঠক, পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, দেবশ্রী চৌধুরী, বিজেপি নেতা সন্তু পান, আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুশান্ত কুমার বেরা-সহ একাধিক নেতৃত্ব ও কর্মীরা। ছিলেন আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক মধুসূদন বাগ, পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ, খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ এবং গোঘাটের বিজেপি বিধায়ক বিশ্বনাথ কারক। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন সাংগঠনিক জেলার একাধিক নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকরা। এদিন বিকেলের দিকে পরিবর্তন সংকল্প যাত্রার রথ আরামবাগ শহরের গৌরহাটী মোড়ে পৌঁছালে সেখানে এক পথসভার আয়োজন করা হয়। দলীয় পতাকা, ব্যানার, রকমারি বেলুন ও ফেস্টুনে গোটা এলাকা সেজে ওঠে গেরুয়া রঙে। সভা মঞ্চ থেকে বিজেপি নেতারা রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করতে শোনা যায়। পাশাপাশি রাজ্যে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে সাধারণ মানুষের কাছে। এই যাত্রাকে ঘিরে মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। পুরশুড়া, খানাকুল, আরামবাগ ও গোঘাট, এই চারটি বিধানসভা এলাকাতেই দলীয় পতাকা, ফেস্টুন ও ব্যানার দিয়ে রাস্তার ধারে সাজিয়ে তোলা হয়। সাংগঠনিক জেলা বিজেপির নেতৃত্বের দাবি, পরিবর্তন সংকল্প যাত্রাকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যেও ভালো সাড়া মিলেছে। তাদের মতে, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এই যাত্রা পৌঁছে মানুষের কাছে পরিবর্তনের বার্তা তুলে ধরা হচ্ছে। এই পরিবর্তন সংকল্প যাত্রাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। যদিও শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিজেপির এই কর্মসূচিকে কটাক্ষ করা হয়েছে।

বিপুল অর্থ ব্যয়ে শুরু রাস্তা সংস্কারের কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পানসিউলি: দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করে অবশেষে শুরু হল রাস্তা সংস্কারের কাজ। বিধায়কের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পানশিউলি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে পানশিউলি পিএইচই পর্যন্ত রাস্তাটির পুনর্নির্মাণের কাজ মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় উন্নয়নের জোয়ার এবার গোগলা অঞ্চলের পানশিউলি এলাকায়। এদিন এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পানশিউলি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে পানশিউলি পিএইচই পর্যন্ত দীর্ঘ প্রতীক্ষিত রাস্তা সংস্কার কাজের শুভ সূচনা বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী নারকেল ফাটিয়ে ও ফিতে কেটে উদ্বোধন করলেন। এলাকার মানুষের যাতায়াতের সুবিধার্থে এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে এই বড় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, এই রাস্তাটি সংস্কারের জন্য মোট ৮১ লক্ষ ৮৫ হাজার ৬৪৪ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সকলের জন্যই এই রাস্তাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই রাস্তাটি তৈরি হয়ে গেলে পানশিউলি এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক আমূল পরিবর্তন আসবে। স্থানীয় বাসিন্দারা বিধায়কের এই উদ্যোগে অত্যন্ত খুশি এবং তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী ও বিধায়ককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

বিচারাধীন নাগরিকদের তালিকায় তোলার দাবি আইএসএফের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাসনাবাদ: 'এসআইআরে বিচারাধীন ৬০ লক্ষ নাগরিককে মূল তালিকায় তুলতে হবে, না হলে ভোট ঘোষণা করা যাবে না, প্রয়োজনে বৃহত্তর আন্দোলন নামবে আইএসএফ।' ডেপুটেশন দিতে এসে এমনই দাবি করলেন নাওসাদ সিদ্দিকীর আইএসএফ কর্মীরা। আইএসএফ নেতাদের আরও দাবি, 'ক্ষমতা দখলের জন্য লড়াই করতে আসিনি, সাধারণ মানুষের হয়ে ভোট রক্ষার জন্য লড়াই করতে এসেছি।' উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ ব্লকে বিডিও অফিসের সামনে কয়েকশো আইএসএফ কর্মী সমর্থকরা মঙ্গলবার প্রতিবাদ বিক্ষোভে নেমেছেন। তাঁদের মূল দাবি, 'এসআইআরের পরে যে চূড়ান্ত তালিকা বের করা হয়েছে, সেই লিস্টে বৈধ ৬০ লক্ষ ভোটারকে বিচারাধীনের তালিকায় রাখা হয়েছে। তাদেরকে অবিলম্বে ভোটার তালিকায় তুলতে হবে। পাশাপাশি ২০০২ সালে ভোটার লিস্টের তালিকা বের করা হয়েছিল সেই তালিকা অনুযায়ী ভোট ম্যাপিং করতে হবে। তাঁদের কারও নাম বাদ দেওয়া যাবে না। কারণ তাদের ভোটেই জনপ্রতিনিধিরা জয় পেয়ে সাংসদ, বিধায়ক ও মন্ত্রী হয়েছেন। তাঁরা যদি বৈধ হয়, তবে ভোটারেরাও বৈধ। আমরা চাই না কোনও অবৈধ পদ্ধতিতে কেউ রাজ্যের ক্ষমতায় আসুক। যারাই ক্ষমতায় আসুক তারা বৈধ ভাবে মানুষের রায়ে ক্ষমতায় আসুক এটাই আমাদের নেতা নাওসাদ সিদ্দিকী-সহ গোটা আইএসএফ দলের দাবি।' তাই বৈধ ভোটারের অবিলম্বে মূল তালিকায় ঢোকাতে হবে। বসিরহাট উত্তর বিধানসভার আইএসএফ চেয়ারম্যান মুসা কালিমুল্লা বলেন, 'তামিলনাড়ু, কেরালে সাময়িক সময়ের জন্য হলেও এসআইআরকে বর্জন করেছে। বাংলার বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও কৌশল করে এসআইআর করে নিলেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে বলেছিলেন এই রাজ্যে এসআইআর করতে হলে আমার লাসের উপর দিয়ে করতে হবে। পরে নিজে ৯০ হাজার কর্মীদের দিয়ে এসআইআর করিয়ে নিলেন। বৈধ ও বিচারাধীন ভোটারদের নাম-সহ ভোটার তালিকা প্রকাশ করার আগে ভোট ঘোষণা করলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো।'

এইচআইভি বাড়াচ্ছে চিন্তা

সেমিনার বর্ধমান রাজ কলেজে

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব বর্ধমান: ওয়েস্ট বেঙ্গল এইডস প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল সোস্যাইটির অর্থানুকূল্যে রেড রিবন ক্লাব ও জাতীয় সেবা প্রকল্প (এনএসএস) এর উদ্যোগে বর্ধমান রাজ কলেজে অনুষ্ঠিত হল এইচআইভি, এইডস সম্পর্কিত একদিনের আলোচনা চক্র।

এনএসএস ভলান্টিয়ার, এনসিসি ক্যাডেট, সাধারণ ছত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী ও শহরের ১০টি এনজিও প্রতিনিধিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হল এই আলোচনা চক্র। সম্প্রতি এইচআইভি সম্পর্কিত যে খবর প্রকাশ হয়েছে তা দেখে মাথায় ভাঁজ পড়েছে সবার। রেড রিবন ক্লাবের কাজ হল তারা স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশিকা অনুযায়ী এইডস সচেতনতা, রক্তদান, হ্যাপাটাইটিস ও থ্যালাসেমিয়া নিয়ে কাজ করে থাকে। এখন বিশেষভাবে এইডস সচেতনতাকে কেন্দ্র করে মাঠে নেমে তারই অংশ হিসেবে এদিন এই আলোচনা চক্রের আয়োজন করে। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে ডিস্ট্রিক্ট প্রজেক্ট ম্যানেজার অখিলেশ ঘোষ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এনএসএস প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটার ডা. রাজেশ দাস, বর্ধমান মহিলা থানার প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বনানী রায়, বর্ধমান সহযোদ্ধার ভাইস চেয়ারম্যান ঋষি গোপাল মণ্ডল ও জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি পলি ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন বক্তা হিসেবে। এই আলোচনাচক্রে এইডস-এর মেডিক্যাল, লিগ্যাল, সোশ্যাল দিকগুলো নিয়ে আলোকপাত করা হয়। এদিন উপস্থিত এনজিওর প্রতিনিধিরা। কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডঃ বিজয় চাঁদ জানান, 'এই ধনরনের সচেতনতা শিবির আমাদের কলেজের এনএসএস ইউনিট প্রতিনিয়ত করে থাকে। আমরা আমাদের দত্তক নেওয়া গ্রাম পাল্লাতে এর আগে এই প্রকার সচেতনতা শিবির, হ্যান্ডবিল ডিস্ট্রিবিউশন, মাইকিং ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সচেতনতা আনার চেষ্টা করেছি। শীঘ্রই আমরা এইডস সম্পর্কিত পথ নাটিকার একটি শহর জুড়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে চলেছি।' এই বিষয়ে বর্ধমান সহযোদ্ধার ঋষিগোপাল মণ্ডল তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'শহুরে তরুণ শিক্ষিত সমাজে এইডস সংক্রমণ বাড়ছে এটা অত্যন্ত আশঙ্কার। তাহলে বুঝতে হবে সচেতনতার অভাব রয়েছে। সেই দিন থেকে রাজ কলেজ এনএসএস বিভাগের এই উদ্যোগ সাধুবাদ যোগ্য।'

কাঁকসায় মহিলা তৃণমূলের কর্মিসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। একদিকে যখন ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বাংলা দখলের লড়াইয়ে নেমে পড়েছে বিজেপি। তখন পিছিয়ে নেই রাজ্যের শাসক দলের মহিলা কর্মীরা। সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলাদের জন্য লক্ষ্মীর ভান্ডারের অর্থ বাড়িয়েছেন। পাশাপাশি শুরু হয়েছে যুবসাথী প্রকল্প। সেই সমস্ত প্রকল্পগুলিকে সামনে রেখে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা কিভাবে বাড়ি বাড়ি প্রচার করবেন সেই নিয়েই কাঁকসা ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কাঁকসার বিডিও অফিস সংলগ্ন উৎসব প্রেক্ষাগৃহে কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন এই কর্মীসভায় উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা ব্লকের মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী দেবযানী মিত্র, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়, কাঁকসা ব্লকের মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা, এবং কাঁকসা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নব কুমার সামন্ত, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য দেবদাস বক্সী, কুলদীপ সরকার, জেলা পরিষদের সদস্য তথা জেলার সহ-সভাপতি সমীর বিশ্বাস, জেলা কমিটির সদস্য রমেন মণ্ডল, পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূলের কিষাণ ক্ষেত মজদুর সংগঠনের জেলা সভাপতি জয়ব্রত বৈদ্য সহ বিশিষ্টজনেরা।

দেবযানী মিত্র জানান, 'একমাত্র মহিলারাই পারেন গ্রামে ঢুকে বাড়ির সদস্যদের রাজ্যের উন্নয়নমূলক প্রকল্প গুলি ভালোভাবে বোঝাতে। পুরুষদের ক্ষেত্রে সেটা অসুবিধার। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এদিন কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়।' তাঁর দাবি, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ভালো ফল করবে।

দেওগাঁয় শিক্ষা দপ্তরের ইতিবাচক পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: অবশেষে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী ব্লকের দেওগাঁ এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ও আন্দোলনের ফল মিলতে শুরু করেছে। এলাকাবাসীদের দাবির মুখে তৎপরতা শুরু করল শিক্ষা দপ্তর। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী ব্লকের গাংগুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দেওগাঁ আদিবাসী জুনিয়র হাই স্কুলের নবম শ্রেণির পড়ুয়াদের হাতে শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে বই তুলে দেওয়ার মাধ্যমে এক ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হল। জানা গিয়েছে, বর্তমানে এই জুনিয়র স্কুলটিতে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ১০৮ জন পড়ুয়া রয়েছে। তবে মূল সমস্যা তৈরি হয়েছিল অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ হওয়া পড়ুয়াদের নিয়ে। এই বিদ্যালয় থেকে মোট ৮ জন পড়ুয়া ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে অষ্টম শ্রেণি পাশ করে বর্তমানে নবম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছে। অভিভাবকদের জোরালো দাবি ছিল, তাঁদের সন্তানদের যাতে অন্য কোথাও না গিয়ে এই স্কুলেই নবম শ্রেণিতে পড়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়। এই দাবিতে গত ২ মার্চ দৌলতপুর বাস স্ট্যান্ড এলাকায় পথ অবরোধের মাধ্যমে এই দাবিটিই প্রশাসনের নজরে এনেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা ও অভিভাবকরা। সেই সময় শিক্ষা দপ্তরের তরফে দ্রুত এই সমস্যা সমাধান করা হবে বলেই আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। মঙ্গলবার এই লক্ষ্যেই বিদ্যালয়ে

উপস্থিত হন বুনিয়াদপুরে অবস্থিত অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) দপ্তরের সহকারি বিদ্যালয় পরিদর্শক রানা দাস এবং বংশীহারী থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক স্বপন বিশ্বাস। তাঁরা নবম শ্রেণিতে ওঠা ওই ৮ জন পড়ুয়ার হাতে অলচিকি ভাষার বই তুলে দেন। অন্যদিকে, বিদ্যালয়টিকে কেবল অষ্টম নয়, বরং মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত উন্নীত করার কাজ যে শুরু হয়েছে বলে আশ্বস্ত করেছেন অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) নগেন্দ্রনাথ রায়।

আলু নিয়ে ক্ষোভ হুগলির কৃষকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আলুর দাম না পেয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভও উগরে দিচ্ছেন আলু চাষিরা। কোথাও কোথাও চলছে বিক্ষোভও। 'গলায় দঁড়ি দেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। মাঠে ভর্তি আলু। স্তূপ করে রাখা। চাষিরা ব্যস্ত। কিন্তু, আলুর দাম কই?' মাঠে আলু তুলতে তুলতেই হাহাকার হুগলির কৃষকদের গলায়। আর কয়েকদিনের মধ্যে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতে পারে। চাষিদের বক্তব্য, 'ভোটে কৃষকদের এই দুর্দশার প্রভাব পড়বে।' বিধানসভা ভোটে হিসাব বুঝে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন হুগলির কৃষকরা। বাংলার মধ্যে কৃষি প্রধান জেলা হিসাবে পরিচিত হুগলি। আলু, ধান, পাঠ, তিল, সরষে থেকে সবজি প্রায় সব ধরনের চাষই করেন হুগলির কৃষকরা। আলু উৎপাদনে হুগলির স্থান প্রথম। হুগলিতে চাষ উপযোগী জমির পরিমাণ ২ লক্ষ ১০ হাজার হেক্টর। যার মধ্যে আলু উৎপাদনের জন্য উপযোগী জমির পরিমাণ ৯০ হাজার হেক্টর। বিগত কয়েক বছর ধরে কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত বলে অভিযোগ। মূলত জেলার অর্থকরি ফসল ধান এবং আলু। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে এই দুই চাষে বার বার আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েও চাষ করছেন কৃষকরা। এবছর আলু চাষে বিঘা প্রতি খরচ পড়েছে ৩৫ হাজার টাকার উপর। বিঘা প্রতি আলু উৎপাদ হয়েছে প্রায় ৮০ বস্তা (৫০ কেজি)। রাজ্য সরকার আলুর সহায়ক মূল্য নির্ধারণ করেছে ৪৭৫ টাকা (৫০ কেজি)। হিসাব অনুযায়ী, সরাকরি সহায়ক মূল্যে চাষিরা আলু বিক্রি করলে হাজার দুয়েক টাকা লাভ দেখতে পাবেন। অভিযোগ, সামান্য সেই লাভের গুড় খেয়ে নিচ্ছেন বস্তা ব্যবসায়ীরা। বস্তার দাম ১১ টাকা বেড়ে হয়েছে ২০ টাকা। এক বিঘা জমির আলুর জন্য বস্তা কিনতে চলে যাচ্ছে ১৬০০ টাকা। তাহলে সরকারি মূল্যে আলু বিক্রি করলেও লাভ কি আদৌ থাকছে? প্রশ্ন চাষিদের। সম্প্রতি, গোঘাটের শান্তিপুর এলাকায় বদনগঞ্জ-আরামবাগ রাজ্য সড়কে পথ অবরোধ করেন তাঁরা। আলু চাষিদের দাবি, সর্বনিম্ন ১২০০ টাকা ক্যুইন্টাল হিসাবে সরকারকে আলু কিনতে হবে চাষিদের কাছ থেকে।

মঙ্গলবার হাওড়া গ্রামীণ এলাকার বাগনান থানার উদ্যোগে এলাকার মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা ও পুস্তক বিতরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শ্যামল কুমার মণ্ডল, উলুবেড়িয়া এসডিপিও শুভম যাদব, বাগনানের বিধায়ক অরুণাভ সেন।

গুসকরায় 'অসহায় মানুষের হাট'

চা বিক্রেতার মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, গুসকরা: সমাজে এখনও অনেক মানুষ আছেন যাঁদের কাছে দু'বেলা খাবার জোগাড় করাই কঠিন, নতুন জামাকাপড় তো অনেক দূরের কথা। সেইসব অসহায় ও দরিদ্র মান

‘মোদীর একটা ফোনেই থেমে যেতে পারে যুদ্ধ’

রিয়াধ, ১০ মার্চ: কবে থামবে মধ্যপ্রাচ্যের লড়াই, তা নিয়ে ধোঁয়াশা ক্রমেই ঘন হচ্ছে। খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একবার বলছেন, যুদ্ধ থেমে গিয়েছে। পরক্ষণেই আবার অন্যত্র দাবি করছেন, এখনও চলচে সংঘাত। অন্যদিকে ইরান বলছে, আমেরিকা নয়, যুদ্ধ শেষ করবে তারাই। কিন্তু ভারতে নিযুক্ত সংযুক্ত আরব আমিরশাহির রাষ্ট্রদূত হুসেন হাসান মির্জার দাবি, আমেরিকা বা ইরান নয়, এই লড়াই একটি ফোনেই থামিয়ে দিতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর মতে, ইরান ও ইজরায়েলের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে মোদী ফোন করলেই সংঘাতে যবনিকা নামতে পারে।

এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় মির্জা জানিয়েছেন, ‘ইরান ও ইজরায়েলের রাষ্ট্রশক্তির কাছে মোদীর একটি ফোন সব সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে। একটাই ফোন।’ এক প্রশ্নের জবাবে মির্জা বলছেন, তাঁর এই আত্মবিশ্বাস জন্মেছে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির নেতাদের মধ্যে মোদীর প্রভাবের দিকটি লক্ষ করে। পাশাপাশি তাঁর দাবি, আরব আমিরশাহির এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কোনও অভিপ্রায় নেই। তাঁর কথায়, ‘ওরা আমাদের মাটিতে একে অপরের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে। এটা একেবারেই মানা যায় না।’

প্রসঙ্গত, ধুন্ধুমার যুদ্ধে জেরবার মধ্যপ্রাচ্য। প্রাথমিক ভাবে মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মার্কিন ঘাঁটিগুলি লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছিল ইরান। কিন্তু বর্তমানে গোটা মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে বেপরোয়া আক্রমণ শুরু করেছে তেহরান। ইরাকের পাশাপাশি প্রতিবেশী কুয়েত, সৌদি আরব, আরব আমিরশাহী, বাহরিন, ওমান, জর্ডনে নির্বিচারে হামলা চালাচ্ছে ইরান। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, ক্রমশ বন্ধু রাষ্ট্রগুলিকেও শত্রুতে পরিণত করছে তেহরান। ইতিমধ্যে সৌদি আরব পালটা হামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

দাবানল নেভাতে ৬৬ হাজার লিটার জল ছেটাল বায়ুসেনা

ইটানগর, ১০ মার্চ: দাবানলের কবলে অরুণাচল প্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। পাসিঘাটের মেবো এবং সিগার এলাকায় বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে আগুন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আকাশপথে ৬৬ হাজার লিটার জল ঢেলেছে বায়ুসেনা। বায়ুসেনার তরফে এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করে এই খবর জানানো হয়েছে। শেয়ার করা হয়েছে জল ছেটানোর ভিডিও-ও।

প্রসঙ্গত, এর আগে ১৮ ফেব্রুয়ারি অরুণাচলের ওয়ালং অঞ্চলেও আগুন জ্বলে উঠেছিল। সেই সময়ও সাফল্য পেয়েছিল বায়ুসেনা। অনেক উঁচু থেকে ১, ৩৯,৮০০ লিটার জল ঢেলে আগুন নেভানো হয়েছিল।

টানা রক্তক্ষরণের পর কিছুটা উত্থান সেনসেক্সের

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ: যুদ্ধের জেরে চারদিন টানা রক্তক্ষরণের পর কিছুটা শোধরাল বাজার। মঙ্গলবার ৬০০ পয়েন্টের বেশি বাড়ল সেনসেক্স। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে নিফটিও। যদিও গত কয়েকদিনের বিপুল ধাক্কার পর এই সংশোধনকে সাময়িক বলেই মনে করছেন বিনিয়োগকারীরা। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ স্থায়ী হলে বাজারের পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ হতে পারে। অনিশ্চয়তার বাজারে এখন সেই আতঙ্কেই কাঁটা বিনিয়োগকারীরা।

মঙ্গলবার সকালে বাজার খোলার পরই প্রায় ৫০০ পয়েন্টের বৃদ্ধি দেখা যায় সেনসেক্সে। ১০০ পয়েন্টের বেশি বাড়ে নিফটি। বেলা সাড়ে তিনটেয় বাজার বন্ধ হওয়ার পর দেখা যায় ৬৩৯.৮২ পয়েন্ট অর্থাৎ ০.৮২ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৮,২০৫.৯৮তে। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে নিফটিও।

উল্লেখ্য, পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের জেরে গত এক সপ্তাহে ভারতের বাজার থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে বিনিয়োগকারীদের ৩১ লক্ষ কোটি টাকা। গত মাস থেকে নতুন করে বিদেশি বিনিয়োগ শুরু হলেও ইরান যুদ্ধে হাত গুটিয়ে নিয়েছেন সকলেই। যেভাবে তেলের সংকট শুরু হয়েছে বিশ্বে তাতে এই মুহূর্তে বিনিয়োগের রাস্তায় না থেকে ভালো সময়ের অপেক্ষা করারই পরামর্শ দিচ্ছেন বাজার বিশেষজ্ঞরা। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, গত ৪ দিনে বাজার বিরাট ধাক্কা খাওয়ার পর মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক বাজারে কিছুটা সংশোধন হয়েছে। তারই প্রভাব পড়েছে ভারতের বাজারে। তবে যুদ্ধের মাঝে এই সংশোধন দেখে বড় বিনিয়োগের পরিকল্পনা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে বলে সতর্ক করছেন বিশেষজ্ঞরা।

জ্ঞানেশকে অপসারণের দাবিতে লোকসভায় বিক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ: দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে লোকসভায় স্লোগান বিরোধীদের। হইহট্টগোলের জেরে ২৫ মিনিটের জন্য অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়।

মঙ্গলবার লোকসভায় ‘জিরো আওয়ারে’ ওঠা প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। অতিরিক্ত প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ করেন। দাবি করেন যে, কৃষকদের সুরক্ষায় চালু হওয়া প্রকল্পগুলি রাজ্যে কার্যকর করছে না তৃণমূল সরকার।

বিরোধীদের বিক্ষোভের সময় স্পিকারের আসনে ছিলেন বিজেপি সাংসদ সন্ধ্যা রায়। তিনি বিরোধীদের শান্ত থাকার অনুরোধ করেন।

ময়দান

বিশ্বকাপের স্বপ্নভঙ্গ, এশিয়ান কাপ থেকে বিদায় ভারতের মেয়েদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি দিয়েছিল ভারতের মহিলা ফুটবল দল। সুনীল ছেত্রীরা যা পারেননি সেই স্বপ্নই দেখিয়েছিলেন সঙ্গীতা বাসফোররা। তবে এএফসি এশিয়ান কাপের মূলপর্বে গিয়ে হতাশাজনক পারফরম্যান্স এমিলিয়া ভালভার্দের দলের। টুর্নামেন্টে কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়ার ভাগ্য নির্ভর করছিল বেশ কয়েকটি অঙ্কের উপর। তার মধ্যে অন্যতম নিজেদের জিততে হবে। সেটাতেই ব্যর্থ ভারতের মেয়েরা। এশিয়ান কাপে চাইনিজ তাইপেইয়ের কাছে ১-৩ গোলে হেরে গ্রুপ পর্বের অভিযান শেষ করল ভারতীয় মহিলা ফুটবলাররা।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে লড়াই কঠিন ছিল ভারতের। তবে অসম্ভব কিছুই ছিল না। শুরুটাই ভালো হয়নি ভারতের জন্য। মূলপর্বের আগে কোচ ক্রিস্পিন ছেত্রীকে সরিয়ে অভিজ্ঞ এমিলিয়া ভালভার্দেকে হেড কোচের দায়িত্বে নিয়ে আসে ফেডারেশন। প্রথম ম্যাচে ভিয়েতনামের কাছে হার। দ্বিতীয় ম্যাচে জাপানের কাছে ১১ গোল হজম করেছিল ব্লু টাইগ্রেসদের। ফলে পরের পর্বে যেতে হলে অনেক জটিল অঙ্ক ছিল ভারতের জন্য। পরের পর্বে গেলে বিশ্বকাপের রাস্তা সহজ হত। শেষ আটের থেকে ছ’টি দল বিশ্বকাপে খেলবে। সেখানে চাইনিজ তাইপেইয়ের বিরুদ্ধে ২ গোলের ব্যবধানে জিততে হত ভারতকে। অন্যদিকে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে জিততে হত জাপানকে। এমনটা হলে গ্রুপ পর্যায়ে দ্বিতীয় হয়ে সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে উঠত ভারত। তবে চাইনিজ তাইপেইয়ের কাছে নিজেদের ম্যাচ ১-৩ গোলে পরাজিত ভারতের মেয়েরা। ১২ মিনিটে ডিফেন্সের ভুল কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যায় চাইনিজ তাইপেই। ৪০ মিনিটে দুর্ধর্ষ ফ্রিকিকে সমতা ফেরান মনীষা। কিন্তু প্রথমার্ধের শেষের ঠিক আগে পেনাল্টি থেকে গোল করে এগিয়ে যায় চাইনিজ তাইপেই। আর ৭৭ মিনিটে ৩-১ করে তারা। সেই সময় ভারতের গোলকিপার পান্থোই চানু ও সুইটি দেবীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। দু’জনেই গুরুতর আহত হন। তাদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আইসিসির সেরা দলে মাত্র ৪ ভারতীয়!

নিজস্ব প্রতিবেদন: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মঞ্চে আবারও নিজেদের আধিপত্য প্রমাণ করেছে টিম ইন্ডিয়া। চ্যাম্পিয়নের মতো খেলেই টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বচ্যাম্পিয়নের খেতাব জিতেছে ভারত। পুরো টুর্নামেন্ট জুড়েই ধারাবাহিক পারফরম্যান্স করেছে সূর্যকুমার যাদবের দল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে একটি ম্যাচে হারলেও বাকি সব ম্যাচে দাপুটে ক্রিকেট খেলেছে ভারত। ব্যাটিং, বোলিং ও অলরাউন্ড পারফরম্যান্স, সব বিভাগেই ভারতীয় ক্রিকেটাররা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন।

তবে আশ্চর্যের বিষয়, বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আইসিসি যখন টুর্নামেন্টের সেরা একাদশ ঘোষণা করল, সেখানে ভারতের মাত্র চারজন ক্রিকেটার জায়গা পেয়েছেন। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দল হয়েও ভারত থেকে এত কম সংখ্যক ক্রিকেটারের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়েছে ক্রিকেটমহলে। আইসিসির নির্বাচিত সেরা দলে পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, জিম্বাবোয়ে এবং আমেরিকার ক্রিকেটাররাও জায়গা পেয়েছেন। পাকিস্তান এবং ইংল্যান্ড থেকে দু’জন করে ক্রিকেটার সুযোগ পেয়েছেন।

বই ও তথ্যচিত্র উদ্বোধনে সৌরভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শতাধী প্রাচীন ক্লাব হাওড়া ইউনিয়নের ১০৪ বছরের গৌরবময় ইতিহাসকে তুলে ধরতে ইডেন প্রাঙ্গণে একটি স্মারক গ্রন্থ ও তথ্যচিত্র প্রকাশ করা হলো। ‘হাওড়া ইউনিয়ন, দ্য জার্নি’ নামে একটি বই এবং ‘হাওড়া ইউনিয়ন, দ্য ডকুমেন্টারি’ নামে তথ্যচিত্রটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১০ মার্চ অর্থাৎ মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল ক্রিকেটের নন্দনকানন ইডেন গার্ডেন্স এর সংবাদ সম্মেলন কক্ষে।

প্রায় এক শতাধীরও বেশি সময় ধরে ক্রীড়া ও বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে হাওড়া ইউনিয়ন ক্লাব। সেই দীর্ঘ পথচলা, নানা সাফল্য, স্মরণীয় মুহূর্ত এবং ক্লাবের ঐতিহ্য এই গ্রন্থ ও তথ্যচিত্রে তুলে ধরা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়াজগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, ক্লাবের সদস্য ও আমন্ত্রিত অতিথিরা। এই অনুষ্ঠানে স্মারক গ্রন্থ ও তথ্যচিত্রটির আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক এবং সিএবির সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলি। তাঁর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি বিশেষ মর্যাদা পেয়েছিল।

ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, এই গ্রন্থে প্রতিষ্ঠার সময় থেকে শুরু করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, ক্রীড়াক্ষেত্রে অবদান এবং ক্লাবের ভবিষ্যৎ ভাবনার কথা স্থান পেয়েছিল। পাশাপাশি তথ্যচিত্রটিতে প্রবীণ সদস্যদের স্মৃতিচারণা এবং ক্লাবের নানা কর্মকাণ্ডের চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল। ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক দেবরাজ দে ও অনির্বাণ দের কথায় ক্ষুহাওড়া ইউনিয়ন ক্লাব কেবল একটি ক্রীড়া সংগঠন ছিল না, এটি ছিল এক দীর্ঘ ঐতিহ্যের ধারক। ১০৪ বছরের পথচলায় বহু ক্রীড়াবিদ, সংগঠক ও সদস্য ক্লাবকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। সেই ইতিহাসকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতেই এই স্মারক গ্রন্থ ও তথ্যচিত্র প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তাঁদের মতে, ক্লাবের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সেতুবন্ধন তৈরি করাই ছিল এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে ক্লাবের ঐতিহ্য ও অবদান আরও বৃহত্তর পরিসরে মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে বলেও তাঁরা আশা প্রকাশ করেছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সৌরভ গাঙ্গুলি বললেন, বাংলার ক্রীড়া সংস্কৃতিতে হাওড়া ইউনিয়ন ক্লাবের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ এক শতাধীরও বেশি সময় ধরে এই ক্লাব বহু প্রতিভাকে সুযোগ দিয়েছে এবং ক্রীড়া চর্চার পরিবেশ গড়ে তুলেছে। তিনি আরও বলেন, কোনও প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস কেবল সাফল্যের তালিকা নয়, বরং সেই প্রতিষ্ঠানের সংগ্রাম, মানুষ ও স্মৃতির এক সমন্বয়। এই স্মারক গ্রন্থ ও তথ্যচিত্র সেই ইতিহাসকে ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। তাঁর মতে, নতুন প্রজন্ম যদি এই ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারে, তবে তারা আরও বেশি উৎসাহ নিয়ে ক্রীড়া ও সংগঠনের কাজে যুক্ত হবে’।

TENDER

E- Tenders are invited by the Prodhan, Narayanpur -I Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Amiyo Narayanpur, Nadia. NIET NO- 05/15TH CFC/Tied & Untied/2025-2026, Last date of submission **17.03.2026 up to 14:00 hours**. For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Narayanpur- I Gram Panchayat.

1) offline Short Sealed BID-05 of 2025-26 of EE, P.W.D., BD-II for (i) Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF/ SPF at several location of **Jiaganj PS (phase-II), 5 nos.** in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division No.II, P.W.D.
from contractor having credential of doing such type work in any Govt Organization. Date of Publication of BID:- 10.03.2026.
Last date and time of application for quotation documents :- **11.03.2026 Upto 5:00 p.m.** Last Date and time of issuance of Quotation documents:- **11.03.2026 upto 5.30 pm.** Last date and time of receipt of quotations in sealed envelope :- **12.03.2026 Upto 4:00 p.m.** Opening of the Quotations:- **12.03.2026 upto 5.00 PM**
The details can be obtained from the website **http://www.wbpwd.gov.in** and office notice board.

Sd/- Executive Engineer, P.W.D.
Berhampore Division No.II

DIAMOND HARBOUR MUNICIPALITY
Diamond Harbour,
24-Pgs(S), WB: 743331
E-TENDER

Chairman, Diamond Harbour Municipality, Diamond Harbour, South 24 Pgs., invites e-Tender (e-NIT) Hiring of moveable type mounted earth excavator for removal & shifting spreading, leveling of daily deposited waste at Dolonghata dumping ground under Diamond Harbour Municipality having credential of similar nature of work.
NIT No.: WBMAD/ULB/DHM/NIT-10/374(e)/2025-26.
Viz. Memo No.: K-12(Tender)/A-76/DHM, Dated: 10.03.2026.
Online Bid Submission End Date: **16/03/2026 up to 17.00 Hrs.** Details information is available in the website: **http//wbtenders.gov.in** and also in our departmental website: **www.diamondharbourmunicupality.org**
Sd/- **Chairman**
Diamond Harbour Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ০৬.০৩.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং ঃ টিএন-১৯৩-২৫-২৬। কাজের নামঃ** (১) ডেপুটি সিএসটিই/ওয়ার্কস/শিয়ালদহের কার্যালয়ের সংস্কার এবং (২) সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/শিয়ালদহের অধীনে সিনিয়র ডিএসটিই, ডিএসটিই, এএসটিই/এসডিএএইচ-এর চেম্বার ও সিনিয়র ডিএসটিই’র কার্যালয় এলাকা তৎসহ ৩য় তলের সিড়ি এবং সেন্ট্রাল বিল্ডিংয়ের ৪র্থ তলের সিগন্যাল ও টেলিকমিউনিকেশনের ড্রইং সেকশনের সংস্কার। **টেন্ডার মূল্য:** ৫৪,৫৩,৩৫৯.২১ টাকা। **ইএমডি:** ১,০৯,১০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ:** ৬ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ০২.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়:** ০২.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করা হবে। (SDAH-432/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the
GARAIMARI GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.- GARAIMARI, P.S.- Domkal, Dist.-Murshidabad. (W.B.)
NIeT No: 17/DOM/GGP/15th FC 2025-26. Publishing & Bid Submission Start Date: **10/03/2026 from 5.00 PM.** Bid Submission Closing Date: **16/03/2026 upto 12.00PM.** Bid Opening Date: **18/03/2026 after 12.00 PM.**
Details See In: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- PRODHAN
GARAIMARI GRAM PANCHAYAT

e-TENDER NOTICE

e-TENDER invited by the undersigned for Tender Notice No: CHOW-II/319/26. Tender Notice No: CHOW-II/320/26. Dated: 05/03/2026. Last date of Bid submission: 16/03/2026. Technical Bid open: 19/03/2026 at 10.30 AM. Details on :
https://wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Chowberia-II Gram Panchayat,
Nahata, Bongaon Block,
North 24 Parganas.

NOTICE

Notice Inviting Tender No. 08 of 2025-2026 of Assistant Engineer, Lalbag Sub Division, P.W.Dte. (Abridged)
Sealed Tenders are hereby invited from the eligible Contractors in connection with the execution of works. The details are available on the Notice Board of office of the undersigned and official website of P.W.D. **[www.wbpwd.gov.in].** Last date & Time limit of submission of application is **18.03.2026 upto 12:00-O-Noon.**
Memo No. 189, Dated: 10.03.2026 of Assistant Engineer, Lalbagh Sub Division, P.W.Dte.
Sd/- Assistant Engineer
Lalbag Sub Division, P.W.Dte.

PWD (GOVT OF WB)
TENDER NOTICE

eNIT No.: 35/ WB of 2025–26 of The Assistant Engineer, Writers' Building Sub-Division, PWD. For
1. Repair and replace of Vertical Cast Iron Soil line at North side and over head water tank of Collector Building located at Netaji Subhash Road Kolkata - 700001 during the year 2025-2026.
2. Repair work of grill , window , Sign Board, sofa set, wooden furniture and allied works at Bichar Bhawan, Kolkata -700001 during the year 2025-26.
3. Wood work for furniture for the newly created chamber designated for F.A. setup in Block-G, 2nd floor of Writers Buildings during the year 2024-2025.
4. Making two no corner showcases and a cabinet at the chamber of the Secretary and Sr. PA to HMIC of North Bengal Development Department on 4th floor of Mitra Building, 8 no Lyons Range Kolkata-700 001 during the year 2024-25.
5. Supplying, fitting, fixing of fire extinguisher (As Fire First AID) at Writers Buildings, Mitra Building, Standard Building and Parkomate during the year 2025-26.
6. Rectification of entrance passage and other allied works at Parkomate opposite Writers Buildings during the year 2025-26.
7. Supplying & laying of paver block along with other allied works at entrance portion of Tina Gate between the Block-I & Block-II of Writers Buildings during the year 2025-26.
8. Providing seating arrangement along with other miscellenious works including fixing wall paper at the office of the Dalit Bandhu Welfare and Department Board under B.C.W. Department at Mitra Building, 4th floor, 8 no. Lyons Range Kolkata-700 001 during the year 2025-2026. are invited from bonafied bidders. Bid submission closing date (online) will be on **19.03.2026 at 16.00 hrs. Tender ID: 2026_PWD_ 1020478_ 1/2/3/4/5/6/7/8 Other details may be seen from the website: http://etender.wb.nic.in & http://wbpwd.in**

Sd/-
Assistant Engineer, PWD
Writers' Buildings Sub-Division

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/2150/25-26 Dated 10.03.2026	Supply and Delivery of 30W LED Street Light for Maintenance Works at Various Wards under Rajpur Sonarpur Municipality.	942 pcs

Bid Submission end date: **17.03.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman., Rajpur-Sonarpur Municipality.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/2154/25-26 Dated 10.03.2026	Construction of Covered Surface Drain at Paikpara near H/O Nijam In Ward No- 26 Under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.2,76,267.00

Bid Submission end date: **18.03.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/2153/25-26 Dated 10.03.2026	Upgradation of blacktop road at Narendrapur ration shop to Das para connector via Kumorpara 1st lane & Musalman para in Ward No-26, Under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.36,41,718.00

Bid Submission end date: **26.03.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-81/2025-26 (Sl. No. 2) Dated 12.02.2026
Time Extension Notice
The Last date of online submission has been extend up to **12.03.2026 in place of 09.03.2026** for **(1)** Tender ID No. 2026_ADDA_1005349_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Civil.)ADDA
Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/2151/25-26 Dated 10.03.2026	Construction of brick pavement Road with supporting wall at n.v. lane and near ganapati house at Ward No- 16 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.5,63,283.00
WBMAD/ULB/ RSM/2152/25-26 Dated 10.03.2026	Construction of Concrete Road near Doltala, Gostotala and near Barendrapara Sani mandir at Ward No- 16 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.7,63,323.00

Bid Submission end date: **18.03.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Serampore-Uttarpara Panchayat Samity
21, Rabindrabhaban Road, Serampore, Hooghly, 712201
Notice Inviting e-Tender
e-Tender has been invited by the undersigned for **01 (one) no.** schemes under **15th CFC(25-26)** bearing **NIeT No- 48/SU/ 2025-26, Office Memo No-140/PS, dt. 06.03.2026 (Tender ID: 2026_ZPHD_1018909_1**) for building renovation. Online bid submission will end on **17.03.2026 at 3:00 PM.** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer
Serampore-Uttarpara Panchayat Samity

Sapuipara Basukati Gram Panchayat
Sapuipara, Nischinda, Howrah – 711 227
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are invited from the resourceful and experienced bidders for execution of **12 nos.** development work vide **Memo No :- 648/ NIT/15TH CFC/SBGP/25-26 & e-NIT No.- WB/HOW/BJ/SBGP/NIT 12/2025-26, Date: 06/03/2026.** Documents Download/Sale & Bid Submission Start Date (Online): **10/03/2026 at 06:00 PM.** Bid Submission End Date (Online): **19/03/2026 up to 12.00 PM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **23/03/2026 at 12.00 PM.** For details visit **https://wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Sapuipara Basukati Gram Panchayat

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 159/MF/I.T./T/25-26 Dated 10.03.2026.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Procurement of VM Based Online dedicated Cloud Server, SMS Gateway & Domain hosted Public Grievance and Redressal system. Last date of submission of tender: **26.03.2026 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in.** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

Office of the
Tenya-Baidyapur Gram Panchayat
P.O-Tenya : P.S-Salar : Dist-Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER
E-Tender Notice No :-009/TBGP/2025-26 (3rd Call) Date- 10-03-2026
Tender Id- A) 2026_ZPHD_1020538_1 & 2026_ZPHD_1020538_2
Tenders are invited by the Prodhan, Tenya-Baidyapur Gram Panchayat, Tenya, Salar Murshidabad through electronic tendering (e-tendering) from the bidders experience in allied works **(Building/Road)** from PWD, CPWD, Zilla Parishad, Panchayat Samity, Gram Panchayat are entitled to participate in bidding rates for the work listed in the tender notice published in the e-tender of P & R.D Govt. of West Bengal Website i.e, **http://wbtenders.gov.in**
*** Information to bidders:**
Others terms & conditions are same as per original e-tender Notice.

Last date and time for downloading of tender documents	18/03/2026 up to 9.00 Hrs. (as per Server clock)
Last date and time for submission of e-tender	18/03/2026 up to 09.00 Hrs. (as per Server clock)
Date of technical opening of Tender	20/03/2026 after 12.00 Hrs. (as per Server clock)

Sd/- Prodhan
Tenya-Baidyapur Gram Panchayat

NOTICE

E.E Berhampore Division –I, PWD invites OFF-LINE SHORT NOTICE INVITING QUOTATION NO.- 08 OF 2025-2026 for the work of
1. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at several locations of Khargram Police Station under Murshidabad Police District in the District of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.
2. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at several locations of Hariharpara Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.
3. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at several locations of Saktipur Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.
4. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at several locations of Rejinagar Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.
5. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at several locations of Nowda Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.
6. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at several locations of Bharatpur Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.
7. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at several locations of Beldanga Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.
8. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at several locations of Berhampore Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.
9. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at several locations of Burwan Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.
10. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at several locations of Salar Police Station under Murshidabad Police District in the district of Mur

একদিন
ঘুরে ট্যুরে

বুধবার • ১১ মার্চ ২০২৬ • পেজ ৮

পাহাড়ের কোলে থাকা এক টুকরো সবুজ স্বপ্ন

নন্দিতা মিত্র

'কাশ্মীর' নাম উচ্চারণ করলেই মনে হয় এর একটাই উপমা 'ভূস্বর্গ' Heaven on earth এখানে পৌঁছানোর পর প্রথম কয়েক মুহূর্ত বিশ্বাস করতে সময় লাগে এ কি স্বপ্ন না ঘোর বাস্তব! সঙ্গে সঙ্গে মনের প্রজেক্টরে স্লাইডিং শো-এর মতো পরপর ভেসে উঠতে থাকে গুটিকয়েক শব্দ, 'ভূস্বর্গ', ঝিলাম-লিডার নদী, ৩৭০ ধারা, মিলিটারিদের রক্তচক্ষু, আপেল, চিনার, পপলার, উইলো গাছের বর্ণিল সারি, বলিউডের বিভিন্ন মুভির দৃশ্য। কাশ্মীর এমন একটি জায়গা যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নানা রহস্য, রোমাঞ্চ, ইতিহাস আর অনাবিল সৌন্দর্য। এখানকার প্রতিটি জায়গা ঘোরাঘুরি করার সময় বাকি সবকিছু মাথা থেকে হারিয়ে গিয়ে শুধু থেকে যায় নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী। কোনও এক অজানা চিত্রশিল্পী যেন তাঁর ক্যানভাসে আপনমনে একের পর এক তুলির টানে এঁকে গেছেন নানা দৃশ্য। সেখানে কোথাও সবুজের আধিক্য, কোথাও-বা নীল, কোথাও সাদা, কোথাও-বা হলুদ অথবা কমলা। নীল আকাশ, শ্বেতশুভ্র পর্বত, হঠাৎ হঠাৎ তুষারপাত, সবুজ অরণ্যর মধ্যে যেকোনও একটি দৃশ্য দেখলেই মনে হবে ড্রয়িং খাতার পাতা থেকে সোজা চলে এসেছি 'ছবির দেশে কবিতার দেশে'।

'ভূস্বর্গ' শব্দের ভিতরে যে কত রঙের স্তর, কত সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে, তা বোঝা যায় কেবল এই উপত্যকায় পা রাখলে। এখানে এসে যেদিকেই তাকাই না কেন সৌন্দর্যের কোনও ঘাটতি নেই। এমনই নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্যের এক স্বপ্নময় জায়গার নাম আরু ভ্যালি। সকাল সকাল শ্রীনগর থেকে পহেলগাঁও-এর দিকে রওনা দিলাম। দূরের পাহাড়গুলো কুয়াশার স্বচ্ছ ওড়না পরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়ির জানালা খুলতেই ঠান্ডা বাতাস এসে মুখে লাগল। শ্রীনগরের শহুরে কোলাহল একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে। বেশ কিছুটা পথ পাড়ি দেওয়ার পর হঠাৎ এক বাঁক ঘুরতেই সামনে খুলে গেল বিস্ময়কর এক দৃশ্য। রাস্তার একপাশ দিয়ে ছুটে চলেছে লিডার নদীর পান্না-নীল জলের স্রোত যা দেখে মনে হয় প্রকৃতিরও নিজস্ব সঙ্গীত আছে যার স্বরলিপি লেখা থাকে নদীর জলে, বাতাসের শব্দে, প্রকৃতির প্রতি কোণায় কোণায়। জল এত স্বচ্ছ যে তার তলায় থাকা ছোট ছোট পাথরগুলোও স্পষ্ট দেখা যায়। সবুজের বুক চিরে নীলাম্বর লিডার নদীর বয়ে যাওয়ার দৃশ্য যে কতখানি মোহময়ী তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। মনে পড়ে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে

'পুব আকাশে আস্তে ধীরে আলোর ঘোমটা খোলে, / শক্ত সবুজ ভেসেছে তিন পাহাড়ের কোলে। /সহজ করে বাঁচা কি আর খাঁচাতে সম্ভব? / তিন পাহাড়ের নকশি কাঁথায় শিশুর কলবর।'

পড়ন্ত বিকেলে ৭,২০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত পহেলগাঁওয়ে পাইন, ফার, ওক, দেবদারুর সারি অভ্যর্থনা জানায়। একসময় মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহাসিক সিল্করুট হয়ে ভয়াল ভয়ঙ্কর জোজিলা পাসের মধ্যে দিয়ে ভারতে প্রবেশ করার সময় যে গ্রাম সবার প্রথমে স্বাগত জানাত এই গ্রাম। পহেলাগাঁও বলে এরূপ নামকরণ। এ পথের প্রতিটি বাঁক এক একটি নতুন দৃশ্যের দরজা খুলে দেয়। পথের সৌন্দর্যের কথা যতই বলব শব্দ কম পড়বে। প্রকৃত অর্থেই T.S. Eþliot -এর মতো বলতে ইচ্ছে করে "Itþós notþ the destination– it's the journey." পাহাড়ের ঢালে ঢালে থাকা পাইন আর দেবদারুর পাতায় পাতায় ফিসফিসানি। কখনও দেখা যায় ছোট ছোট কাঠের বাড়ি। ছাদের ওপর শুকোতে দেওয়া হয়েছে খড়, উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে দু'একটি ঘোড়া। পহেলগাঁও বাজার থেকে মাত্র ১২ কিলোমিটার দূরে পাকদণ্ডী পথে গাড়ি যখন শেষ মোড় ঘুরল, তখন হঠাৎ চোখের সামনে খুলে গেল এক বিস্তৃত সবুজ প্রান্তর।

'এহি হ্যায় আরু ভ্যালি' ড্রাইভারের কথায় সম্বিত ফিরে পেলাম। নীল আকাশ, দু'পাশের পাহাড়, মুহূর্তের মধ্যে এক মায়াবী নাগপাশে বন্দি করে। মখমলি ঘাসের মাঠ যেন প্রকৃতির বুকে বিছানো সবুজ কার্পেট। ইতিউতি ঘোড়া চড়ছে, মাঝে মাঝে তাদের গলায় বাঁধা ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসছে। উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে পিরপাঞ্জাল তার যাবতীয় অহংকার নিয়ে। আরু ভ্যালি যেন তার বুকের মধ্যে লুকিয়ে থাকা একটি সবুজ স্বপ্ন।

পুরো উপত্যকাটি পায়ে হেঁটে অথবা ঘোড়ায় চড়ে দেখে নেওয়া যায়। সবুজ বুগিয়ালের কোথাও সমতল, কোথাও ঢালু, কোথাও বা সবুজ অরণ্যের মধ্যে মিশেছে। উচ্ছল কিশোরীর মতো বয়ে যাওয়া লিডার নদী এর সৌন্দর্য আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ঢেউখেলানো সবুজের মাঝে ছড়িয়ে আছে হলুদ, নীল, বেগুনি রঙের ছোট ছোট বুনো ফুল। দূরে তুষারাবৃত পীরপাঞ্জাল পর্বতশ্রেণী মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে উপত্যকার অতন্দ্র প্রহরী হয়ে। সেখান থেকে আসা অনবরত বরফশীতল হাওয়ার দাপট সহ্য করে গোটা এলাকার সৌন্দর্য উপভোগ করতে থাকি।

আরু ভ্যালির মাঠে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দূরে চোখে পড়ল একদল ভেড়া। ছোট্ট সাদা তুলোর বলের মতো শরীরগুলোকে দূর থেকে দেখলে মনে হয় মেঘের টুকরো যেন মাটিতে নেমে ভেসে বেড়াচ্ছে। তাদের সঙ্গে হাঁটছে বেশ কয়েকজন মেষপালক। এক মেষপালক বাঁশি বাজাচ্ছিল। ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন সুর তবু মনে হয় সে যেন গাইছে
চিরন্তন বিরহের গান আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করা সেই একই ভাব, ''আধি রাতি রে পাপী হারা, পিয়া পিয়া পিয়া পিয়া বলে পিয়া, পিয়া গিয়া বিদেশ ক্যায়সে ভেজু রে সন্দেশ''। সেই সুর এত সরল যে মনে হচ্ছিল তার হৃদয় থেকে উঠে আসছে! ভাবছিলাম, এরা প্রতিদিন এই একই আকাশ দেখে, একই নদীর শব্দ শোনে। তবু তাদের কাছে কি প্রতিটি দিন নতুন লাগে? হয়তো লাগে। কারণ প্রকৃতির সঙ্গে নিত্যদিন সহবাস করলেও সময়ের বিবর্তনে অন্য রূপও তো দেখা যায়!

আরু ভ্যালি শুধু সৌন্দর্যের জন্যই বিখ্যাত নয়

এখান থেকেই বেশ কিছু ট্রেকিং রুটেরও শুরু হয়। কালহই গ্লেসিয়ারকে অনেকে কাশ্মীরের অন্যতম প্রাচীন হিমবাহ বলে। আবার এখান থেকেই ট্রেকাররা যায় দুই রহস্যময় হ্রদ তারসার এবং মারসার লেকের দিকে। এই দুই হ্রদ নিয়ে পাহাড়ি মানুষদের মধ্যে অনেক গল্প আছে। জনশ্রুতি, মারসার হ্রদের জল কখনও পুরোপুরি দেখা যায় না। প্রায়ই তা কুয়াশায় ঢাকা থাকে, যেন পাহাড় নিজের কোনও গোপন রহস্য লুকিয়ে রেখেছে। আরু ভ্যালিতে একদিন থাকলে স্থানীয় মানুষ এবং তাঁদের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ থাকে। এখানকার স্থানীয় দোকান থেকে ছোট খাটো হাতে তৈরি জিনিস সংগ্রহ করে পহেলগাঁও-এর হোটেলে ফিরে চললাম।

কীভাবে যাবেন পহেলগাঁও থেকে আরু ভ্যালির দূরত্ব ১২ কিমি

কোথায় থাকবেন:
পহেলগাঁও ছাড়াও পাহাড়ের পাদদেশে তৃণভূমি ঘেরা এই অঞ্চলে থাকার জন্য জম্মু-কাশ্মীর ট্যুরিজমের বেশ কয়েকটি কটেজ এবং বাংলো আছে।

বঙ্গের ৮৫ আসনে মুসলিম ভোট নির্ণায়ক ফ্যাক্টর

শুভাশিস বিশ্বাস

২০২৬-এর নির্বাচনে রাজনৈতিক লড়াই বোধহয় কোনও আর উন্নয়ন ইস্যু বা আমজনতার কোনও সমস্যা সমাধান নয়। এখন পুরো লড়াইটাই চলছে এসআইআর প্রক্রিয়াকে ঘিরেই। ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) যখন রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর কাজ শুরু করছে, তখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা গেছে এই প্রক্রিয়াটির উপর তীব্র আর লাগাতার এক আক্রমণ চালাতে। শুধু তাই নয়, এই এসআইআর-কে বিজেপির ষড়যন্ত্র বলেও অভিহিত করতে শোনা গেছে তাঁকে। পাশাপাশি এও দাবি করেছেন, যে এই এসআইআর-এর মধ্য দিয়ে সংখ্যালঘুদের ভোট মুছে ফেলার চেষ্টা চলছে।

এর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী এই এসআইআর বিষয়ে এও জানান, পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকা কেবল আমলাতান্ত্রিক রেকর্ড নয়, বরং কয়েক দশক ধরে রাজ্যের সরকারগুলির উত্থান-পতনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। আর এখানেই বঙ্গের শাসকদলের অভিযোগ, এসআইআর হল অননুমোদিত বাংলাদেশি অভিবাসীদের চিহ্নিত করে মুসলিম ভোটারদের বেছে বেছে অপসারণের একটি হাতিয়ার, যার উপর দলটি দৃঢ়ভাবে নির্ভর করে। এরই প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে প্রতিটি বাসিন্দার রক্ষক হিসেবে তুলে ধরে স্পষ্ট ভাষায় বার্তা দেন, 'কাউকে বাংলা থেকে জোর করে বের করে দেওয়া হবে না।'

তবে এই এসআইআর নিয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মন্তব্য, বাংলায় ৭ কোটিরও বেশি নিবন্ধিত ভোটার রয়েছে। এমনকি ৫-১০ শতাংশ নাম বাদ দিলেও রাজনৈতিক প্রভাব পড়বে ভয়াবহ, বিশেষ করে টিএমসির জন্য, যারা অনেক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলায় ৯০ শতাংশ পর্যন্ত সমর্থন পায়। ফলে ঝুঁকি অনেক। এরপরই ২০ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে, মমতা প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি লিখে এসআইআর বন্ধ করার দাবি জানান মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) মৃত্যুর কথাও উল্লেখ করা হয় সেখানে। আর এখানেই যেন বিজেপি একটা সুযোগ দেখতে পাচ্ছে। কারণ, এই প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এবং শাসকদলের প্রতিবাদকে ইসিআইকে দুর্বল করার প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করেন।

আর এই এসআইআর আবহে সবথেকে বেশি আলোচনার মধ্যে রয়েছে মুসলিম-প্রধান আসনগুলি। ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে জল্পনা শুরু হয়েছে এই সব আসনে কার প্রভাব বেশি তা নিয়েও। শাসকদলের দাবি, ২০২১ সালে এই অঞ্চলগুলিতে রীতিমতো ঝড় তুলেছিল তারা। কিন্তু ইতিহাস বলছে, এই ৮৫টি আসন কোনওদিনই কোনও নির্দিষ্ট দলের দখলে ছিল না। বদলেছে সমীকরণ, পাল্টেছে ভোটের মেরুকরণ। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, এই ৮৫ টি মুসলিম-প্রধান বিধানসভা কেন্দ্র আসন মূলত ছড়িয়ে রয়েছে মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুর, বীরভূম ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মুর্শিদাবাদে মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ৬৬.৩ শতাংশ, মালদহে ৫১.৩ শতাংশ, উত্তর দিনাজপুরে ৪৯.৯ শতাংশ, বীরভূমে ৩৭.১ শতাংশ এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৩৫.৬ শতাংশ। রাজ্যের গড়ের তুলনায় যা অনেক বেশি। ফলে নির্বাচনী সমীকরণে এই আসনগুলির গুরুত্ব স্বাভাবিকভাবেই বেশি। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই অঞ্চল ছিল মূলত ইন্ডিয়ন ন্যাশানাল কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া ৯ (মার্কসসিস্ট) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের ঘাঁটি। আর এই ২০১১ সালে এই ৮৫টির মধ্যে তৃণমূলের দখলে যায় ৩৬টি আসন। মুর্শিদাবাদে কংগ্রেস জেতে ১৪টি আসন, বামফ্রন্ট পায় ৬টি। তৃণমূলের দখলে ছিল মাত্র একটি। মালদাতেও অনুরূপ ছবি। কংগ্রেস ৮, বামফ্রন্ট ৬, তৃণমূল মাত্র ১। উত্তর দিনাজপুরে কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট সমানতালে লড়েছিল। এই সময় এই অঞ্চলগুলিতে ভারতীয় জনতা পার্টি অর্থাত বিজেপি-র উপস্থিতি কার্যত শূন্য ছিল।এরপর ২০১৬ থেকে পাল্টাতে শুরু করে সমীকরণ। তৃণমূলের প্রভাব বাড়ে। মুর্শিদাবাদে তাদের আসন বেড়ে হয় ৪। অন্যদিকে বিজেপি প্রথমবারের মতো মুসলিম-প্রধান এলাকায় একটি আসনে জেতে। মোটের উপর তৃণমূল পৌঁছে যায় ৪৬ আসনে, কংগ্রেস-বাম জোট সঙ্কুচিত হয় ৩৮-এ। এরপর ২০২১ সালের নির্বাচন এই অঞ্চলে কার্যত একতরফাভাবে জেতে টিএমসি। ৮৫টির মধ্যে ৭৫টি আসন যায় তৃণমূলের ঝুলিতে। মুর্শিদাবাদের ২২টির মধ্যে ২০টি, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৩১টির মধ্যে ৩০টি আসনে জয় পায় তারা। বিজেপি কয়েকটি আসনে লড়াই জমালেও কংগ্রেস-বাম কার্যত শূন্যে নেমে আসে।

মোট জনসংখ্যা

২,৪৬,৫৪,৮২৫
(২০১১ সালের জনগণনা)
(রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ২৭ শতাংশ)

উল্লেখযোগ্য জনসংখ্যার অঞ্চল

মুর্শিদাবাদ	(৬৬.৩ শতাংশ)
মালদা	(৫১.৩ শতাংশ)
উত্তর দিনাজপুর	(৫০ শতাংশ)

উল্লেখযোগ্য সংখ্যালঘু

বীরভূম (৩৭.১ শতাংশ) • দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা (৩৫.৬ শতাংশ) • নদীয়া (২৬.৭৬ শতাংশ) • হাওড়া (২৬.২০ শতাংশ) • উত্তর চব্বিশ পরগনা (২৫.৮২ শতাংশ)

সূত্র : উইকিপিডিয়া

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মুসলিম ভোটের বড় অংশ তৃণমূলের দিকে একজোট হওয়াই এই ফলাফলের মূল কারণ।

তবে এবারের হিসাব কিছুটা জটিল। ২০১১ সালে বামফ্রন্টের পরাজয় ও তৃণমূলের ক্ষমতায় আসার ক্ষেত্রে মুসলিমদের ভোটব্যাংক অন্যতম ভূমিকা রাখলেও এই এক দশকে মুসলিমদের মধ্যে মমতার তৃণমূলের জনপ্রিয়তা কমেছে। অন্যদিকে গত এক দশকে পশ্চিমবঙ্গে উত্থান ঘটেছে দুই মুসলিম নেতা আব্বাস সিদ্দিকী ও আসাদউদ্দিন ওয়াইসির। পাশাপাশি কানাঘুষো যা শোনা যাচ্ছে তাতে এবারের নির্বাচনে অংশ নিতে যাচ্ছেন দুই প্রভাবশালী মুসলিম নেতার দল। শুধু তাই নয়, বিধানসভা নির্বাচনে হায়দরাবাদভিত্তিক রাজনৈতিক দল সর্বভারতীয় মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (এআইএমআইএম) দলের প্রেসিডেন্ট আসাদউদ্দিন ওয়াইসি চাইছেন আব্বাস সিদ্দিকীর ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্টের সঙ্গে জোট করতে। তবে সমস্যা একটাই, গত বছর বিহারের নির্বাচনের পর থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে বিরোধ বেড়েছে আসাদউদ্দিন ওয়াইসির। বিহারের নির্বাচনে এআইএমআইএমের পাঁচ প্রার্থীর নাটকীয় জয়

পাওয়ার পর ওই দলের নেতা আসাদউদ্দিন ওয়াইসির বিরুদ্ধে বিজেপিকে সুবিধা করে দেওয়ার অভিযোগ তোলে কংগ্রেস। কংগ্রেসের নেতারা তো সরাসরি বলেই ফেলেন, ওয়াইসির দল মুসলিম ভোট কেটেছে বলেই বিজেপি জোট বিহারে আবার ক্ষমতায় আসতে পারলো। ফলে, কংগ্রেস-বামফ্রন্ট জোটে এআইএমআইএমের যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা কম। আর সেই কারণেই ওয়াইসি চাইছেন, আব্বাসের দলের সঙ্গে আলাদা জোটে নির্বাচন করতে।

এদিকে বিধানসভা নির্বাচনে অংশ নিতে কংগ্রেস ও বামফ্রন্টের সঙ্গে আলাদাভাবে বৈঠক করেছে আব্বাস সিদ্দিকীর দল। আব্বাস সিদ্দিকী কংগ্রেস-বামফ্রন্টের সঙ্গে যোগ দেবেন নাকি ওয়াইসির সঙ্গে আলাদা জোট করবেন- এ নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলছে।আব্বাস সিদ্দিকী বাংলাভাষী মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়। পাশাপাশি আদিবাসী অধিকার নিয়ে কথা বলায় অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যেও তাঁর জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে। অন্যদিকে, শহুরে উর্দুভাষী উচ্চবিত্ত মুসলিমদের মধ্যে জনপ্রিয় ওয়াইসি।এঁরা দুজনই বিধানসভা নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে ফুরফুরা শরিফে বৈঠক করেছেন বলেও সূত্রে খবর। আর এখানেই রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারনা, এবারের নির্বাচনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি ও তৃণমূল হলেও দুই মুসলিম নেতা যদি সমঝোতায় পৌঁছে কংগ্রেস ও বামফ্রন্টে যোগ দেয় তবে তৃতীয় শক্তি হিসেবে জোটটি লড়াইয়ে শক্তিশালী ভূমিকা রাখবে।*

এদিকে পরিসংখ্যান এও বলছে, *অতীতে কংগ্রেস ও বামফ্রন্টে মুসলিমদের মধ্যে জনপ্রিয় হলেও এখন সেটা কমেছে।সম্প্রতি এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২০১৪ সালের লোকসভার নির্বাচনে রাজ্যে মুসলিম ভোটের ৪০ ভাগ ভোট পেয়েছিল তৃণমূল। ২০১৯ সালে সেটি বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৭০ ভাগ অর্থাৎ মুসলিমদের ভোট তৃণমূলের দিকে কিছুটা বেড়েছে। ফলে, আব্বাস সিদ্দিকী কিংবা আসাদউদ্দিন ওয়াইসির পৃথক নির্বাচন মানেই তৃণমূলের অন্তত দুই ডজন আসন অনিশ্চয়তায় পড়া। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম জনগোষ্ঠী যারা বিজেপির* হিন্দুত্ববাদ বিরোধী তাদের কেউই বিজেপিকে ভোট দেবে না। এখানে তাদের বিকল্প হলো তৃণমূল, কংগ্রেস-বামফ্রন্ট জোট কিংবা আব্বাস-ওয়াইসির মুসলিম জোট। একটা বড় অংশের ভোট ভাগ হয়ে গেলে লাভ হবে বিজেপির। এদিকে তৃণমূলের কাছে মুসলিম ভোট গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু একই কারণে হিন্দুদের মধ্যে দলটির জনপ্রিয়তা কমেছে। এরই সুবিধা নিচ্ছে বিজেপি। ২০১৪ সালে লোকসভায় বিজেপি হিন্দু ভোটের ২১ ভাগ পায়, ২০১৯ সালে পেয়েছে ৫৭ ভাগ। আর এখানেই মমতার অভিযোগ, বিজেপিকে নির্বাচনে জেতাতেই বিজেপি বিরোধীদের ভোট কাটার জন্য মাঠে নেমেছেন মুসলিম দুই নেতা। ফলে, ধর্মভিত্তিক ভোটবিভাজনের রাজনীতিতে ভোটাররা তাঁদের মতদান করবেন তার ওপরেই নির্ভর করছে পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য।